বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>303 >>01 Vadra 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩০৩ >><< ০১লা, ভাদ্র ১৪৩০>>

সংঘর্ষে ৫৫ জন নিহত হওয়ার পর লিবিয়ার একজন আটক কমান্ডার পুনরায় ইউনিটে যোগ দেন

লিবিয়া ঃ লিবিয়ার একটি উপদলের কমান্ডারকেআটক করার পরত্রিপোলিতে গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ লড়াইয়ে ৫৫ জন নিহত ও ১৪৬ জন আহতহয়। পরে বুধবার তাকে তার ইউনিটে ফেরতপাঠানো হয়েছে বলে কমান্ডারের সংগঠনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। শক্তিশালী ৪৪৪ ব্রিগেডের প্রধান মাহমুদ হামজা সোমবার ত্রিপোলির মিতিগা বিমানবন্দর থেকে সফর করার চেষ্টা করার সময় স্পেশাল ডিটারেন্স ফোর্স(এসডিএফ)'এর হাতে আটক হন। মিতিগা বিমান বন্দরটি এসডিএফ নিয়ন্ত্রণ করে। মঙ্গলবার রাতে শহরের বর্ষীয়ানদের মধ্যস্থতায় একটি চুক্তির আওতায় এসডিএফ হামজাকে তৃতীয় আরেকটি পক্ষ স্ট্যাবিলাইজেশন সাপোর্ট অ্যাপারেটসের কাছে হস্তান্তর করে। তবে ৪৪৪ ব্রিগেডের দুই কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন,বুধবার রাতে ঐ দলটি হামজাকে ৪৪৪ ব্রিগেডের কাছে সমর্পন করে। ৪৪৪ ব্রিগেডের এক কর্মকর্তার পাঠানো ছবিতে দেখা যায়, ইউনিফর্ম পরিহিত হামজা ফিরে আসার পর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে আলিঙ্গন করছেন।

বাজার দর

SENSEX : 64948.66 -202.36
NIFTY : 19310.15 -55.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .18 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .26 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

হাইতির গ্যাং লিডার জাতিসংঘের বহুজাতিক বাহিনীকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি সতর্ক করলেন

হাইতি ঃ পোর্ট অপ্রিন্সেরশক্তিশালী জিনাইন ফ্যামিলি অ্যান্ড অ্যালায়েন্স গ্যাং (এফআরজি৯) এর নেতা জিমি চেরিজিয়ার বুধবার সংবাদদাতাদের বলেন,বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতেহাইতির নিরাপত্তা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সহায়তার জন্য তিনি একটি বহুজাতিক পুলিশ বাহিনীকে স্বাগত জানাবেন। চেরিজিয়ার বলেন,বিদেশি বাহিনী এসে যখন দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতাধর ধনবান ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও রাজনীতিক যারা সুবিধাবঞ্চিত এলাকার মানুষের কাছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রি করছে তাদেরকে যখন গ্রেপ্তার করবে তখন আমি তাদের সাধুবাদ জানাব। তিনি আরও বলেন,তারা দেশে আসার পরে প্রথমেই যদি হাইতিরপ্রধানমন্ত্রী এরিয়েল হেনরিকে গ্রেপ্তার করে তা হলেই আমরা বিদেশিবাহিনীর প্রশংসা করব। যদি তারা দেশেরনিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠারজন্য কাজ করে যাতেজনজীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে তাহলেই আমরা তাদের সাধুবাদ জানাব। বারবিকিউ নামেও পরিচিত হাইতির জাতীয় পুলিশবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা চেরিজিয়ার অপরাধীচক্রের নেতাদের একজন যাদের বহুজাতিক বাহিনী নিশানায় পরিণত করেছে। সংবাদদাতাদের কাছে দেওয়া বক্তব্যে তিনি অবশ্য এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি একটিসতর্কবাণী জারি করেছেন ঃ তিনি বলেন, ২০২৩ বা ২০২৪ সালে যদি বিদেশি বাহিনী আসে এবং আমরা দেখতে পাই তারা নারীদের উপর যৌননিপীড়ন করছে এবংঅল্পবয়সী ছেলেদের ধর্ষণ করছে যেমনটি ২০০৪ সালে উরুগুয়ের সৈন্যরা করেছিল। যদি তারা হাইতিতে কলেরা নিয়ে আসার পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় আমাদের উপরে গুলিচালায় ও মানুষকে হত্যা করে বা গণহত্যা চালায় তা হলে আমরা হাইতিবাসীরা আমাদের শেষ রক্ত কণা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। মানবাধিকার লঙ্ঘন,অপহরণ এবং সহিংসতা উস্কে দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং জাতিসংঘ হাইতির যে সকল গ্যাং নেতাদের নিষিদ্ধ করেছে চেরিজিয়ার তাদের মধ্যে অন্যতম। ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে হাইতির প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল হেনরিকেআন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে হাইতির জাতীয় পুলিশকে অপরাধীচক্রেরসহিংসতা মোকাবেলায় এবং দেশের সুরক্ষায় সহায়তা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক বাহিনীর জন্য আবেদন করেছিলেন।

মার্কিন কংগ্রেস সদস্য আগ্রহ দেখিয়েও কেন রাহুলের সাক্ষাৎ পেলেন না

নয়াদিল্লি ঃ মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলকে ভারত সরকার কি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়নি? প্রশ্নটা উঠেছে। কারণ, কংগ্রেস এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তা ছাড়া মহাত্মা গান্ধীর প্রপৌত্র লেখক ও সমাজসেবী তুষার গান্ধীও মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করার পর জানিয়েছেন, মার্কিন প্রতিনিধিদের রাহুলের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত ডেমোক্র্যাট সদস্য রো খান্না। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এ দেশে এসে তাঁরা লাল কেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন দেখেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ শোনেন। হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গেও তাঁরা বৈঠক করেন। তুষার গান্ধী ছাড়াও এই সফরে রো খান্না ও তাঁর সফরসঙ্গীরা দেখা করেছেন অমিতাভ বচ্চন, অনুপম খেরের সঙ্গে। দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী প্রবক্তা অভিজিৎ আইয়ার মিত্রর সঙ্গেও রো খান্না বৈঠক করেছেন। এ ছাড়া তিনি দেখা করেন জাতিগত দাঙ্গায় দীর্ণ মণিপুর ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হরিয়ানার নুহ জেলার একদল দুর্গত মানুষের সঙ্গে। তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা ও গবেষক ওমর খালিদের বাবা এস কিউ আর ইলিয়াসও। দেশদ্রোহের অভিযোগে ২০২০ সাল থেকে ইউএপিএ আইনে ওমর খালিদ বন্দী রয়েছেন। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ার বিষয়ে মার্কিন প্রতিনিধিরা কোনো মন্তব্য করেননি। তবে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা জানিয়েছে, রাহুলঘনিষ্ঠ নেতা ও কংগ্রেসের ডেটা অ্যানালিটিকস দপ্তরের প্রধান প্রবীন চৌধুরী তাদের বলেছেন, প্রতিনিধিদলের কেউ কেউ রাহুলের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সে জন্য তাঁরা কংগ্রেস অফিসে যোগাযোগও করেছিলেন। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে এ জন্য তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁদের বলা হয়েছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে আগ্রহ দেখালে সেই বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। প্রবীন চৌধুরী বলেন, কথা প্রসঙ্গে প্রতিনিধিরা বলেছিলেন, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলবেন। তখন তিনি তাঁদের বলেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা স্বাধীনভাবে যেকোনো ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে পারেন। কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে এ নিয়ে তাঁরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলবেন কি না, তা একান্তই তাঁদের ব্যাপার। মণিপুরের দুর্গত কুকি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রো খান্না বলেন, তাঁরা সবাই নিজেদের ভারতীয় ভাবেন। ভারতকে ভালোবাসার কথা বলেছেন। সম্মানের সঙ্গে এ দেশে থাকার অভিপ্রায় জানিয়েছেন। কিন্তু বলেছেন, তাঁরা সংখ্যায় কম। রাজ্য ও কেন্দ্রে তাঁদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নেই। তাঁরা চান তাঁদের দুর্দশার কথা তুলে ধরার মতো কেউ এগিয়ে আসুক। রো বলেন, 'তাঁদের কথা শোনা জরুরি ছিল। আমি আমার দেশেও এমন বঞ্চিত মানুষের কথা শুনি।' রো খান্নার সঙ্গে বৈঠকের পর তুষার গান্ধী সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ (সাবেক টুইটার) একাধিক বার্তায় বলেন, 'দেশের হাল এ মুহূর্তে কেমন, তা আমি তাঁকে জানিয়েছি। বলেছি, ভারত এখন ঘৃণা, হিংসা ও বিভাজনের নরকে নিমজ্জিত।' তুষার গান্ধী এরপর লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে রো দেখা করেছিলেন। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁরা বানচাল করে দিয়েছেন। তবে তিনি ওমর খালিদের বাবা ও মণিপুরের দুর্গত মানুষজনের সঙ্গে দেখা করেছেন।' তুষার গান্ধী বলেন, রো খান্নাকে তিনি বলেছেন, আমেরিকার দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধেও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে। দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী প্রবক্তা অভিজিৎ আইয়ার মিত্রর সঙ্গে রো খান্না কেন দেখা করলেন, তা নিয়েও বিতর্ক উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ান আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল এই সাক্ষাৎকার নিয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। মুসলমানদের যাঁরা ঘৃণার চোখে দেখেন ও হিংসায় উসকানি দেন, তাঁদের সঙ্গে দহরমমহরম ওই সংগঠন ভালোভাবে নেয়নি। রো খান্না অবশ্য সাধারণভাবে জানিয়েছেন, 'আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বহুত্ববাদ, মুসলমানসহ সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার রক্ষার পক্ষে।'

অনেক বছরের মধ্যে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম সৌদি সফর

তেহরান ঃ বৃহস্পতিবার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদি আরব সফর করেন। চীনের মধ্যস্থতায় দেশ দুটি একটি ঐকমত্যে পৌঁছানোর পরে কয়েক বছরের মধ্যে তেহরানের শীর্ষ কূটনীতিকের এটি প্রথম সৌদি আরব সফর। সরকারিভাবে সৌদি আরব সফরকারী সর্বশেষ ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মোহাম্মদ জাভেদ জারিফ। তিনি ২০১৫ সালে বাদশাহ আবদুল্লাহর মৃত্যুতে শোক জানাতে সৌদি আরব সফরে গিয়েছিলেন। বিক্ষোভকারীরা সৌদি কূটনৈতিক পোস্টে আক্রমণ করার পরে ২০১৬ সালে ইরানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সৌদি আরব। এর ৪৬ দিন আগে একজন বিশিষ্ট শিয়া ধর্মগুরুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল সৌদি আরব,যার ফলে ওই বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। তারপর, ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি থেকে একতরফাভাবে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। ইরানকে এর পরে ধারাবাহিক হামলার জন্য দায়ী করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০১৯ সালে সৌদি আরবে তেল শিল্পের কেন্দ্রস্থলকে লক্ষ্য করে হামলা, যা সাময়িকভাবে দেশটির অপরিশোধিত তেল উৎপাদনকে অর্ধেক করে দেয়। ধর্মও এই উত্তেজনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সৌদি আরবে কাবা শরীফ অবস্থিত। কাবার দিকে মুখ করে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা দিনে পাঁচবার নামাজ পড়েন। সৌদিরা সুন্নি মতালম্বী। এদিকে ইরানের ধর্মতন্ত্র নিজেকে ইসলামের শিয়া সংখ্যালঘুদের রক্ষক হিসেবে দেখে। কিন্তু করোনা ভাইরাস মহামারির পরে এবং আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের তাড়াহুড়ো করে প্রত্যাহার এসব কারণে সৌদি আরবসহ উপসাগরীয় আরব দেশগুলো কীভাবে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনা করা যায় তা পুনর্মূল্যায়ন করা শুরু করেছে। মার্চ মাসে সৌদি আরব এবং ইরান দূতাবাসগুলো পুনরায় খোলার জন্য চীনের মধ্যস্থতায় একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে।

হুমকি

ওয়াশিংটন ওই এলাকায় যুদ্ধবিমান মোতায়েনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিল

তেলের ট্যাংকারের প্রতি ইরানের হুমকি মোকাবেলায় উপসাগরীয় অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

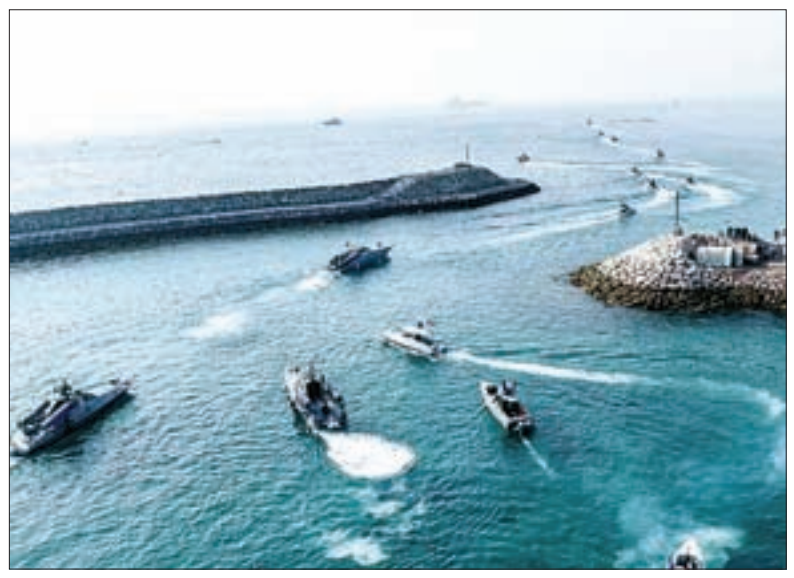

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ উপসাগরীয় এলাকায় ইরানের জব্দ করার ভয়ে তেল ট্যাংকারগুলি হুমকির মুখে থাকায়, ওই এলাকায় সামরিক উপস্থিতি আরও বাড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এটি উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলির দীর্ঘদিন ধরে দাবি করা প্রেক্ষিতে নেয়া একটি পদক্ষেপ, যারা ওয়াশিংটনকে এই অঞ্চল থেকে পিছু হটার বিষয়ে অভিযুক্ত করে আসছিল।

ইতোমধ্যে সৈন্য অবতরণকারী একটি যুদ্ধজাহাজ তিন হাজার অতিরিক্ত আমেরিকান সৈন্য নিয়ে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে গেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামুদ্রিক বাহিনী ইরানের জলসীমার কাছে যাওয়ার বিরুদ্ধে জাহাজগুলোকে সতর্ক করছে।

ওমান উপসাগর এবং আরব সাগরের ইউ আকৃতির প্রবেশদ্বার হরমুজ প্রণালীতে এবং এর আশেপাশে জাহাজগুলিকে আটক করার কিংবা করার চেষ্টা রুখে দিতে এই পদক্ষেপগুলি নেয়া হচ্ছে। বিশ্বের তেল উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে বহন করা হয়।

আমেরিকান নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌবহরের মুখপাত্র কমান্ডার টিম হকিন্স বলেছেন, হরমুজ প্রণালীতে আঞ্চলিক নাবিকদের জন্য ইরান একটি বড় রকম হুমকি, এবং ওই এলাকা জাহাজ আটক হওয়ার ক্ষেত্রে একটি উচ্চতর ঝুঁকিতে রয়েছে।

বাহরাইনের আমেরিকান নৌ ঘাঁটিতে বার্তা সংস্থা এএফপিকে হকিন্স বলেন, এই মুহূর্তে, আমাদের সমস্ত মনোযোগ... একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং হরমুজ প্রণালী ও এর আশেপাশে আমাদের উপস্থিতি বাড়ানোর দিকে।

ওয়াশিংটন এবং এর ধনী উপসাগরীয় মিত্রদেশ গুলোর মধ্যে অস্থির সম্পর্কের সময়ে ট্যাঙ্কারগুলির উপর হামলা করা হয়েছিল, মিত্রদেশ গুলো দীর্ঘদিন ধরে তাদের তেল সম্পদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষার উপর নির্ভর করে।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী বলেছে, ইরান গত দুই বছরে এই অঞ্চলে প্রায় ২০টি আন্তর্জাতিক পতাকাবাহী জাহাজ আটক করেছে বা করার চেষ্টা করেছে।

অতি সম্প্রতি, ওয়াশিংটন বলেছে, তাদের বাহিনী গত ৫ জুলাই ওমানের আন্তর্জাতিক জলসীমায় ইরানের বাণিজ্যিক ট্যাঙ্কার আটক করার দুটি প্রচেষ্টাকে রুখে দেয়। এর আগে, এপ্রিল এবং মে মাসের শুরুতে, আঞ্চলিক জলসীমায় এক সপ্তাহের ব্যাবধানে দুটি ট্যাঙ্কার আটক করে ইরান।

শনিবার, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন একটি নৌ জোট বাণিজ্যিক জাহাজগুলির জন্য ইরানের জলসীমা থেকে যতদূর সম্ভব নোঙ্গর করার জন্য একটি পরামর্শ জারি করেছে। যেটিকে হকিন্স সাম্প্রতিক জাহাজ আটকের আলোকে একটি বিচক্ষণ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। ওয়াশিংটন ওই এলাকায় যুদ্ধবিমান মোতায়েনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিল, তারা সেখানে এটেন ওয়ারথগ যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে।

ওয়াশিংটনের উপসাগরীয় মিত্ররা, বৈশ্বিক বাজারে তাদের তেল সরবরাহ করার জন্য শিপিং লেনের উপর নির্ভরশীল। তারা, দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির জোরদার দাবি জানিয়ে আসছে, বিশেষ করে ২০১৯ সাল থেকে ইরানের দ্বারা জাহাজ বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর থেকে সেই দাবী আরও জোরালো হয়।

কন্ট্রোল রিস্ক কনসালটেন্সির সহযোগী বিশ্লেষক দিনা আরাকজি যুক্তরাষ্ট্রের বর্ধিত এই উপস্থিতিকে কেবল ভঙ্গি পরিবর্তন বলে অভিহিত করেছেন। আরাকজি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য সম্ভবত উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোকে এই বলে আশ্বস্ত করা যে, ওয়াশিংটন এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে যুগ্ম বিডিওর গাড়িতে হামলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ বিধানসভার অন্দরান ফুলবাড়ী২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে যুগ্ম বিডিওর গাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠলো বিজেপি কর্মী সমর্থকের বিরুদ্ধে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।খবর পেয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে আনে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। বিজেপির অভিযোগ, বোর্ড গঠন সম্পন্ন হওয়ার পড়ে রেজুলেশন কপিতে সকল পঞ্চায়েত সদস্যরা সই করলেও,সেখানে উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিক সিলমোহর দেয়নি। তাই একপ্রকার ক্ষিপ্ত হয়ে যুগ্ম বিডিওর গাড়িতে ভাঙচুর চালায় বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। জয়েন্ট বিডিওর দাবি তিনি রেজুলেশনে সই করেছেন কিন্তু যেহেতু সিল আনতে ভুলে গেছেন তাই তিনি সিল দিতে পারেননি।

মালবাজার মহকুমার নাগ্রাকাটা ব্লকের চাপরামারি জঙ্গলে ট্রেনে কাটা পড়ল এক অন্তঃসত্তা হাতি

জলপাইগুড়ি মালবাজার মহকুমার নাগ্রাকাটা ব্লকের চাপরামারি জঙ্গলে ট্রেনে কাটা পড়ল এক অন্তঃসত্তা হাতি। পেটে বাচ্চা নিয়েই ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনা স্থলেই মারা গেলেন হাতিটি। বুধবার গভীর রাতে নাগরাকাটা থেকে চালসা গামী একটি মালগাড়ির ধাক্কায় মারা গেলো সেই অন্তঃসত্তা হাতিটি। ঘটনাটি বুধবার ২ঃ৫০ নাগাত চাপরামারি জঙ্গলের মাঝখানে ঘটে। ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছায় বনদপ্তর। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায় মা হাতি ও তার নবজাত শাবকের ময়না তদন্তের পর দাহ করা হবে।

দুই শিশু কন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে অকথ্য যৌন নির্যাতন

মালদা ঃ দুই শিশু কন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে অকথ্য যৌন নির্যাতন। অভিযুক্ত কয়ে জনের মধ্যে ১৭ বছরেরভেক নাবালক গ্রেফতার। মালদার গাজোলের ঘটনা।মালদা মেডিকেলে দুই নির্যাতিতা শিশুর চিকিৎসা চলছে মাতৃমা বিভাগে। বুধবার রাতে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওই শিশুর ও তার পরিবারের সাথে দেখা করতে যান বামফ্রন্টের মহিলা সংগঠনের নেত্রীরা। স্থানীয় দুই যুবক ওই দুই শিশুকে ফলের লোভ দেখিয়ে এলাকারই এক কালভার্টের নিচে নিয়ে গিয়ে দুই শিশু কন্যাকে নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। ওই দুই শিশুর একজনের বয়স সাত বছর ও আরেকজনের বয়স চার বছর বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। এই ঘটনা তদন্ত নেমে গাজোল থানার পুলিশ এক নাবালককে গ্রেফতার করে।

মালদা শহরে প্রাণ কেন্দ্র রথবাড়িতে ছিনতাইয়ের কবলে এক রোগীর আত্মীয়

মালদা ঃ মালদা শহরে প্রাণ কেন্দ্র রথবাড়িতে ছিনতাইয়ের কবলে এক রোগীর আত্মীয়। বাধা দিতে গেলেই রোগীর আত্মীয় কে বেধড়ক মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত রোগীর আত্মীয়র চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে দুই দুষ্কৃতিকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় উত্তেজিত জনতা। আক্রান্ত ওই ব্যক্তি চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় ফারাক্কার বাসিন্দা কার্তিক বসাক(৪৬) তার বাবা বিমল বসাক(৭৫) কে নিয়ে বিগত দুইদিন ধরে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল রাতে বাবাকে হাসপাতালে রেখে রথবাড়িতে গিয়েছিলেন নিজস্ব কাজে। সেইখান থেকে ফেরার সময় রথবাড়ি এলাকায় দুইজন যুবক আসে এবং ওই ব্যক্তির পথ আটকায়। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নেয় এরপর টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিতে গেলেই ওই ব্যক্তিকে বেধরক মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দেয় অভিযুক্তরা। ওই ব্যক্তির চিৎকার করলে আশেপাশে দোকানদারেরা ছুটে আছে এবং ওই যুবককে ধরে বেধড়ক মারধর দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে পুলিশ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে ওই ব্যক্তি। অভিযুক্ত দুই যুবককে ধরে নিয়ে যাই ইংরেজ বাজার থানায়।

নিম্নমানের পাকা রাস্তা তৈরির অভিযোগে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা

কোচবিহার ঃ নিম্নমানের পাকা রাস্তা তৈরির অভিযোগ তুলে তুফানগঞ্জ২ নম্বর ব্লকের ফলিমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলিমারী চিকনতলা এলাকায় রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ পাকা রাস্তা তৈরির ২৪ ঘন্টা পর রাস্তায় হাত দিতেই উঠে যাচ্ছে পিচের প্রলেপ। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা। গ্রামবাসীদের দাবি স্থানীয় ব্লক প্রশাসন ও তৃণমূল নেতাদের কাটমানির চাপেই রাস্তার মান খারাপ করতে বাধ্য হচ্ছেন ঠিকাদার।এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা নিরঞ্জন দাস বলেন, পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছিলেন গ্রামের সকলেই। তবে দুই কিলোমিটার দূর থেকে পাথরের সঙ্গে পিচ মিশিয়ে নিয়ে এসে সেখানে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

জমজমাট মিডিয়া ফুটবলে এর ফাইনাল ম্যাচ

কলকাতা (নির্মাল্য গাঙ্গুলী)ঃ কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে এবং মার্লিন গ্রুপের সহযোগিতায় রাজারহাটে মার্লিন গ্রুপের স্পোর্টস সিটি মার্লিন রাইজএ১৭ ও ১৮ই অগষ্ট দ্বিতীয় বর্ষ মারলিন রাইজ সিএসজেসিফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা হয়েছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার মেহতাব হোসেন, দীপেন্দু বিশ্বাস ও অন্যান্যরা টুর্নামেংটের উদ্বোধন করেন। আজ শুক্রবার এই ট্যুরনামেন্ট এর সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়মার্লিন রাইজ ফুটবল গ্রাউন্ডে। এই প্রতিযোগিতায় টাইমস অফ ইন্ডিয়া, আজকাল, সংবাদ প্রতিদিন, ইস্টবেঙ্গল সমাচার, দৈনিক সংবাদ, দিনদর্পন, দৈনিক যুগশঙ্খ, দৈনিক বিশ্বামিত্র জাগো বাংলা, ফটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাব, টিভি৯ বাংলা, নিউজ টাইম, ট্রাইব টিভি, ট্রাইব টিভি,বিশ্ববাংলা সংবাদ , ২৪ ঘণ্টা মিক্সড জোন বুলেট, আর প্লাস,মিক্সড জোন মিসাইল,এক্সট্রা টাইমসহ একুশটি দল প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করে। দু'দিনের মিডিয়া ফুটবলে রাজারহাটে মার্লিন গ্রুপের স্পোর্টস সিটি ছিল জমজমাট। এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, শিশির ঘোষ এবং কৃষ্ণেন্দু রায় সহ কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সুভেন রাহা ও অন্যান্যরা। প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দৈনিক সংবাদ এবং দিন দর্পণ। দৈনিক সংবাদ ২ - ১ গোলে জয়ী হয়। ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার লড়াই এ বিশ্ব বাংলা সংবাদ ৩-০ গোলে নিউজ টাইম কে ধরাশায়ী করে দেয়। মিডিয়ার এই টানটান ফুটবল উত্তেজনার মধ্যে আজ ম্যান অফ দ্য ফাইনাল শিরোপা মাথায় তুলে নেন দৈনিক সংবাদের শাহজাহান আলি, এবং বিশ্ব বাংলা সংবাদের মৈনাক পাত্র।

রাজ্যে এই প্রথম স্বাস্থ্য স্বহস্ত নামে একটি অ্যাপের উদ্বোধন করলো কোচবিহার জেলা প্রশাসন

কোচবিহার ঃ স্কুল পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে নজর রাখতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করলো কোচবিহার জেলা প্রশাসন।স্বাস্থ্য স্বহস্ত নামে একটি অ্যাপের উদ্বোধন করলো কোচবিহার জেলা প্রশাসন।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন রবিরঞ্জন সহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। এদিন জেলাশাসক জানান রাজ্যে এই প্রথম কোচবিহার জেলাতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করলেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে

কোচবিহার ঃ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করলেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে। আজ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শনের পর গ্রন্থাগারের বেহাল পরিস্থিতি দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তিনি বলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের বেহাল দশা নিয়ে বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী কে বলেছিলাম এই গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান পুঁথি এবং দুস্প্রাপ্য বইগুলি সংরক্ষণের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রযোজন রয়েছে। তিনি সেই সময় বলেন আমি ভুল তথ্য পরিবেশন করছি। তাই আজ আবার গ্রন্থাগার এসে গোটা বিষয়টি আবার সরজমিনে দেখে গেলাম। কোচবিহারের এই গ্রন্থাগারে প্রাচীন বহু পুঁথি রয়েছে বহু মূল্যবান বই রয়েছে। যাক সঠিকভাবে সংরক্ষণ না থাকার কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি আবার বিধানসভায় তুলব। এবং গ্রন্থাগার মন্ত্রীকে আজ আবার একটি চিঠি লিখব। এই গ্রন্থাগারের পর্যাপ্ত স্টাফ নেই। পাঠকদের বসে পড়ার মতো উপযুক্ত স্টাডি রুম নেই। রাজ্য সরকার যদি এই গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো বৃদ্ধি করতে না পারে প্রযোজনে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলব।

ডাবগ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করল ভারতীয় জনতা পার্টি

ডাবগ্রাম ঃ ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডাবগ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করল ভারতীয় জনতা পার্টি। ঘোষণা করা হল প্রধান ও উপপ্রধানের নাম। বিজয় উল্লাসে মাতলো ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকেরা। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকায় উৎসবে মাততে দেখা যায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদেরও। জানা যায়, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হলেন মিতালি মালাকার এবং উপপ্রধান হলেন সুপেন রায়। এদিন সকলে শপথ গ্রহন করেন।

পোস্টেড গ্ল্যান্ডের সমস্যা মেটাতে গিয়েই বিপত্ত, দীর্ঘ প্রায় ১৬ ঘণ্টা পর পুরুষাঙ্গে জটিল অস্ত্রপ্রচার

জলপাইগুড়ি ঃ সম্প্রতি এমনই এক রুগীকে নিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে জলপাইগুড়ি রাজবাড়ী সংলগ্ন এক বেসরকারী হাসপাতালের চিকিৎসক এবং প্যারা মেডিক্যাল স্টাফদের মধ্যে। ঘটনা প্রসঙ্গে এই বেসরকারী হাসপাতালের সার্জেন ডা.তুহিন শুভ্র মন্ডল জানান, রুগীর মুল সমস্যা ছিলো সেটিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ইসচেমিক প্রায়াপিসম যার ফলে রুগীর প্রায় চার ঘণ্টা ধরে একটি পেইন ফুল ইরেকশন হয়, তবে এই রুগীর ক্ষেত্রে সেই সময় টা প্রায় ১৬ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছিলো, এই সমস্যার মুল কারন যেটা আমরা রুগীর নানা রকমের তথ্য এবং ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার পর জানতে পেরেছি সেটি হলো, পোস্টেড গ্ল্যান্ডের সমস্যার জন্য ব্যবহৃত ট্যামসলোসিন নামক একটি ওষুধ, যার পার্স প্রতিক্রিয়া থেকেই রুগীর এমন অবস্থা হয়েছিলো। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ পুরুষাঙ্গে রক্ত চলাচল ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।আমরা দ্রুত রুগীর অপারেশন করি পুরুষাঙ্গের, বর্তমানে রুগীর অবস্থা স্থতিশীল থাকলেও ভবিষ্যতে প্রজনন ক্ষমতা সহ অন্যান্য কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে এই রুগীর ক্ষেত্রে।অপরদিকে জলপাইগুড়ির এই বেসরকারী হাসপাতালের অন্যতম বিশিষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুমন্ত্র মুখার্জি এই প্রসঙ্গে বলেন, এটি খুবই বিরল ঘটনা, প্রায় ১৬ ঘঃটা পর রুগি আমার সঙ্গে নিজের সমস্যা নিয়ে যোগাযোগ করেছিল, এরপর ডাক্তার মণ্ডলের সঙ্গে দ্রুত আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত নি পুরুষাঙ্গে অস্ত্র প্রচারের, একদিকে রুগী ডায়াবেটিক তার ওপর দীর্ঘ সময় ধরে পুরুষাঙ্গে স্বাভাবিক রক্ত চলাচল বন্ধ ছিলো, অপারেশন সফল হয়েছে, তবে এই ধরনের রুগীদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে প্রজনন এবং যৌণ ক্ষমতার ওপর এর প্রভাব পরার সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে তিনি যে সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে এসে ছিলেন সেই থেকে তিনি এখন মুক্ত।

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে । বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেই গাজোল ব্লকের বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা । সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের প্রাক মুহূর্তে পুলিশ অফিসার, কর্মীদের তীর ধনুক, বাঁশ , ইট নিয়ে ধাওয়া করে কংগ্রেস , সিপিএম, বিজেপি এবং নির্দলের জোট বলে অভিযোগ। এই হামলার ঘটনায় পাঁচ জন সিভিক ভলেন্টিয়ার জখম হয়েছেন। তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে পৌঁছায় গাজোল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। আপাতত পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকায়, বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়।উল্লেখ্য, গাজোল ব্লকের বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ১২ । এই গ্রাম পঞ্চায়েতে এবারে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে। তৃণমূল পেয়েছে পাঁচটি আসন। বিজেপি পেয়েছে একটি আসন। সিপিএম পেয়েছে তিনটি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে দুটি আসন এবং নির্দল পেয়েছে একটি আসন। বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুযায়ী এবং প্রশাসনিক পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এই বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের দিন ছিল। বোর্ড গঠন প্রক্রিয়াকরণের আগেই বিশাল পুলিশ বাহিনী গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয় । কিন্তু পুলিশ শাসকদলের পক্ষে রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে তৃণমূল বিরোধী জোটের কর্মী, সমর্থকেরা বচসা শুরু করে। আর তাতেই হঠাৎ করেই কর্তব্যরত পুলিশ , অফিসার কর্মী এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সেখানে উপস্থিত পুলিশ অফিসার , কর্মীরা দৌড়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচায়। তার মধ্যে জখম হন পাঁচ জন সিভিক ভলেন্টিয়ার।আহত এক পুলিশকর্মী জানিয়েছেন, আমরা নিজেদের ডিউটি করছিলাম । হঠাৎ করে কিছু মানুষ তীর ধনুক, লাঠি , ইঁট নিয়ে জমায়েত হয়। এরপরে অতর্কিতে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার, কর্মী, সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ওপর হামলা চালাতে শুরু করে।এদিকে পুরো ঘটনাটি নিয়ে নিন্দা প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী । তিনি বলেন, তৃণমূলকে আটকাতে এখন রামধনু জোট এক হয়েছে। বিভিন্ন পঞ্চায়েত গুলিতে ত্রিশঙ্কু থেকে তৃণমূল বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে । সেখানে তৃণমূলের ওপর হামলা চালাচ্ছে। তাতে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার কর্মীরাও বাদ যাচ্ছেন না। এই ঘটনার ব্যাপারে প্রযোজনে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।গাজোলের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, এরকম কোন ঘটনার খবর আমাদের জানা নাই। তবে তৃণমূলের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।কংগ্রেসের জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক অর্জুন হালদার জানিয়েছেন, তৃণমূলের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ত্রিশঙ্কু বোর্ডগুলিতে তৃণমূল গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করছে। এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের দলের কেউ জড়িত নয়।

অবশেষে শান্তিপূর্ণভাবে পুরাতন মালদা ব্লকের যাত্রা ডাঙ্গা অঞ্চলের প্রধান ও উপপ্রধান গঠন হলো নির্বিঘ্নে

মালদা ঃঅবশেষে শান্তিপূর্ণভাবে পুরাতন মালদা ব্লকের যাত্রা ডাঙ্গা অঞ্চলের প্রধান ও উপপ্রধান গঠন হলো নির্বিঘ্নে। প্রধান ও উপপ্রধান গঠন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রধান গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ভোটাভুটির মাধ্যমে ।জানা গেছে যাত্রাডাঙ্গা অঞ্চলের কুড়িটি আসন রয়েছে এবং এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল পেয়েছিল দশটি আসন, কংগ্রেস পেয়েছিল তিনটি আসন, পাঁচটি আসন পেয়েছিল বিজেপি এবং নির্দল দুইটি আসন পেয়েছিল। প্রধান গঠনের ভোটাভুটির সময় দেখা যায় প্রথমে ১১ জনের তৃণমূলের সদস্য একটি দল পঞ্চায়েত অফিসে ঢোকে ,পরবর্তীতে পাঁচজনের বিজেপির সদস্যরা ঢোকে এবং শেষের দিকে তৃণমূলের চারজন সদস্য প্রধানের ভোট প্রক্রিয়া কেন্দ্রে প্রবেশ করে। অবশেষে দেখা যায় প্রধান গঠনে ১৫ টি ভোট পেয়ে তৃণমূলের প্রধান হন সজনী পাহাড়ি এবং উপপ্রধান হন তৃণমূল দলেরই সদস্য শিক্ষক জিশান আলী। তবে এখানে লক্ষ্য করার বিষয় ছিল উপপ্রধানের ভোটে চারজন তৃনমূল সদস্য ভোট দেয়নি অর্থাৎ ১১ টি ভোট পেয়ে তৃণমূলের প্রধান নির্বাচিত হয় এর ফলে স্পষ্ট বোঝা যায়, যাত্রা ডাঙ্গা অঞ্চলেও গোষ্ঠী প্রকট রয়েছে । তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত প্রধান ও উপপ্রধানের পর পঞ্চায়েত দপ্তরের বাইরে তৃণমূল কর্মীরা আনন্দ উল্লাসে এবং সবুজ আবিরের মেতে ওঠে। নবনির্বাচিত যাত্রা ডাঙ্গা অঞ্চলের উপপ্রধান ঈশান আলি জানান, বেশ কিছু তৃণমূলের সদস্য জেলা নেতৃত্ব নির্দেশকে উপেক্ষা করে তৃণমূলের উপপ্রধান কে ভোট দেয় নি চারজন তৃণমূল সদস্য, তাই এ বিষয়ে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। তবে তৃণমূল পরিচালিত যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড মানুষের উন্নয়ন করে যাবে।

পঞ্চায়েত গঠনে মিলেমিশে একাকার তৃণমূল বিজেপি সিপিএম ও কংগ্রেস

মালদা পঞ্চায়েত গঠনে মিলেমিশে একাকার তৃণমূল বিজেপি সিপিএম ও কংগ্রেস। চার দলের সদস্যদের সমর্থনের তৃণমূল সদস্য হলেন পঞ্চায়েতের প্রধান। উপপ্রধান গেল আবার বিজেপির সদস্যের কাছে।এমনই ঘটনা মালদার রতুয়া ২ ব্লকের আরাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে। ২৩ আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে তৃণমূল জয়ী হয়েছিল ৯টি আসনে।অন্যদিকে বিজেপি পেয়েছিল ৫ টি আসন,সিপিআইএম পেয়েছিল ৪ টি আসন ও কংগ্রেস ৫ টি আসনে জয়ী হয়েছিল। ফলাফলের ত্রিশঙ্কু থাকায় এই পঞ্চায়েত কার দখলে যাবে সে নিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই তৎপরতা ছিল। বুধবার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সমস্ত সদস্যরা পঞ্চায়েত গঠনে অংশগ্রহণ করে। বড় জন সদস্যের সমর্থনে প্রধান হন তৃণমূল সদস্য মহিতুন খাতুন ও উপপ্রধান হন বিজেপির সদস্য ববিতা ঝা। তাদের সমর্থন করেন বিজেপির পাঁচ জন সদস্য সিপিএমের চারজন সদস্য তৃণমূলের দুইজন ও কংগ্রেসের একজন সদস্য। সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন তারা। তাই এই পঞ্চায়েত গুলো গঠনে বিজেপি তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস মিলেমিশে একাকার হলো।

রায়গঞ্জের ১৪ নং কমলাবাড়ি ২ গ্রামপঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো

উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জের ১৪ নং কমলাবাড়ি ২ গ্রামপঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো। এদিন সকাল থেকে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে শুরু হলেও বিজেপির অভিযোগ,তৃণমূল বোর্ড গঠন করতে না পারায় ভোটের কাগজপত্র সব ছিঁড়ে ফেলে।এরপরই বিজেপির সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার আই.সি, রায়গঞ্জ সদরের ডিএসপি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।

সিপিআইএম প্রার্থীর সমর্থনে গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি

জলপাইগুড়ি ঃ সিপিএম প্রার্থীর সমর্থনে জলপাইগুড়ি ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝোড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হলেন সিপিআইএম প্রার্থী প্রফুল্ল রায়।উপ প্রধান হয়েছে সম্পা রায়। পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলে সাঁকোয়াঝোড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ছিল। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ১৯। যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৯ টি আসন, বিজেপি পেয়েছে ৯টি আসন , বাকি একটি আসন সিপিআইএমের দখলে। বোর্ড গঠনের জন্য সিপিএমের বিজয়ী প্রার্থী প্রফুল্ল রায়কে দিয়ে অনেক টানা পড়েন চলে তৃণমূল এবং বিজেপির। অবশেষে সব জল্পনার অবসান সিপিআইএম প্রার্থী প্রফুল্ল রায় বিজেপিকে সমর্থন করায় ,গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করল বিজেপি। গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একসাথে চলছে লাল, গেরুয়া আবির খেলা। পাশাপাশি উড়ছে গেরুয়া এবং লাল ঝাণ্ডা। এলাকায় দেখাতেই কোন তৃণমূল কর্মী সমর্থকের।

পৌর কর বাতিলের দাবিতে সরব বামফ্রন্টের ২ কাউন্সিলর

কোচবিহার ঃ কোচবিহার পৌরসভা এলাকায় বাড়ির সংস্কার করলে, বাড়িতে টাইলস বা মার্বেল পাথর লাগালে অথবা কিচেন চিমনি লাগালে বাড়বে পৌর কর।আজ পৌরসভার এই পৌর কর বাতিলের দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বামফ্রন্টের ২ কাউন্সিলর।তাদের দাবি কোচবিহার পৌরসভা এলাকার বাসিন্দারা সকলে পৌর পার্ক দিচ্ছে তারপরেও প্রত্যেকটি বিষয়ে এইভাবে কর বৃদ্ধি করে কোচবিহার পৌরসভা এলাকার বাসিন্দাদের উপর করের বোঝা চাপাচ্ছে। এই ট্যাক্স বাতিল না করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন কোচবিহার পৌরসভার বাম কাউন্সিলরা। যদিও পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন যে বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেই বোর্ড মিটিংয়ে বামফ্রংটের কাউন্সিলাররাও ছিলেন। সকলের সম্মতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।হয়তো তারা বিষয়টি বুঝতে পারেনি, পৌরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে পৌরসভা এলাকায় বেশ কিছু বাড়ি রয়েছে তারা পুরোনো বাড়ির ট্যাক্স দিয়ে আসছে কিন্তু তারা নতুন বাড়ি করেছে অথবা বাড়ির সংস্কার করেছে সেক্ষেত্রে তাদের ট্যাক্স বাড়বে। পৌরসভা আইনে এই ট্যাক্স নেওয়ার বিধান রয়েছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বোর্ড গঠনের আগে দল বিরোধী কাজ করবার জন্য ৩ জনকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিল কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহার। বোর্ড গঠনের আগে দল বিরোধী কাজ করবার জন্য ৩ জনকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিল কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই ৩ জনকে ৬ বছরের জন্য দলীয় সমস্ত পদ ও কর্মকান্ড থেকে বহিস্কার করা হল। বিগত পঞ্চায়েত নিবার্চনে এই ৩ জন মনোনীত প্রধান উপপ্রধানের বিরুদ্ধে গিয়ে বিজেপিকে সমর্থন করে। ওই ৩ জন দল বিরোধীকারীদের নাম দেবাশীষ মজুমদার, আব্দুল গনি, হামিদা বিবি। তারা শীতলকুচির জোরপাটকি অঞ্চলের হয়ে লড়াই করছিলেন বলেই জানা গেছে।

আজাদীকা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে জাতীয় স্তরের সেমিনারের আয়োজন করলো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ

শিলিগুড়ি ঃ আজাদীকা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে একদিন ব্যাপী জাতীয় স্তরের সেমিনারের আযোজন করলো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ। বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সেমিনার হলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সেমিনারের মূল আলোচ্য বিষয় যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশের জন্য প্রাণ হারিয়েছে কিন্তু আজও তাদের কথা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়নি। এছাড়াও ইতিহাস বিভাগের রিসার্চ স্কলার এবং ছাত্রীদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ের উপর ২৫ টি পেপার জমা দেওয়া হয় এবং তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ৬ জন বক্তা এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখবেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার নুপুর দাস, ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডালিয়া ভট্টাচার্যী সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অধ্যাপক অধ্যাপিকারা।

ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা ২ অঞ্চলে বোর্ড গঠন করা হলো আজ

জলপাইগুড়ি । বোর্ড গঠন করলেন তৃণমূল কংগ্রেস জানা গিয়েছে মাধবডাঙ্গা ২নং অঞ্চলে ১৬ টি সিটের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ৭ টি সিট নির্দল একটি এবং বিজেপি ৪টি পায় কিন্তু ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরেই নির্দল প্রার্থী নমিতা রায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে।নির্দল প্রার্থী যোগদান করে পরে যোগদান করার ফলে বিজেপি এবং তৃণমূল আটটি করে সিট পায় এরপর আজ তৃণমূল কংগ্রেস মাধবডাঙ্গা ২ নং অঞ্চলে বোর্ড গঠন করলেন।এদিন দুপুরে একটা নাগাদ বোর্ড গঠন করার পর প্রধানের দায়িত্ব পায় জয়শ্রী অধিকারী এবং উপপ্রধান দুলাল পাল কে করা হয় তবে এদিনের এই বোর্ড গঠনে বিজেপির কোন প্রার্থী উপস্থিত হয়নি বলে জানা গিয়েছে। এদিন বোর্ড গঠন করার পরে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা উল্লাসে ফেটে পড়ে। যাতে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই জন্য ময়নাগুড়ি থানার পক্ষ থেকে প্রচুর পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছিল।

তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হওয়ায় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হলো গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান

কোচবিহার ঃ মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকের জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হওয়ায় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হলো গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। বোর্ড গঠন হতেই তিনজন তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী দেবাশীষ মজুমদার, আব্দুল গনি এবং হামিদা বানু বিবি কে দল থেকে বহিস্কার করলো তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে ওই তিন জন পঞ্চায়েত সদস্যকে দল থেকে বহিস্কার করার ঘোষণা করা হয়। জোর পাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২১ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসে ১৫ টি আসন বিজেপির দখলে থাকে ছয়টি আসন। আজ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পদের জন্য পরেশ চন্দ্র বর্মনের নাম পাঠানো হলেও তাকে সমর্থন না করে আব্দুল গনি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পদ এর জন্য দেবাশীষ মজুমদারের নাম প্রস্তাব করেন এবং হামিদা বানু বিবি, সেই নামকে সমর্থন জানান। যার ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে বোর্ড গঠন হয়। নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পরেশ চন্দ্র বর্মন জয়লাভ করলেও এই তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে বিজেপির সঙ্গে যোগসাজ করে তারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে বোর্ড গঠনের চেষ্টা করেছে। তাই দলিও নির্দেশ না মানার কারণে আজ তাদের আগামী ৬ বছরের জন্য দল থেকে বহিস্কার করার ঘোষণা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করেছে বিজেপি

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করল ভারতীয় জনতা পার্টি। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭টি আসনের মধ্যে ১১টি জিতে বিজেপি পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করেছে। যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা জিতেছে ৫টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছে ১টি আসনে। ভারতীয় জনতা পার্টি আজ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করেছে। সুফল সরকারকে প্রধান এবং ডলি বৈদ্যকে উপপ্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দিনে, নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপপ্রধান সহ ১১ জন পঞ্চায়েত সদস্য, ১১ জন পঞ্চায়েত সদস্য, জাফরান আবির পরে, একটি ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে আনন্দের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান সুফল সরকার বলেছেন যে তিনি মানুষের উন্নয়নে কাজ করবেন এবং তাদের পাশে থাকবেন।

সম্পাদকীয়

মস্কোয় আবার ড্রোন হামলা

শুক্রবার ভোরে মস্কোর বাণিজ্যিক এলাকায় একটি ড্রোন হামলা হয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনকে হামলার জন্য দায়ী করছে। চলতি বছর এফ১৬ যুদ্ধবিমান পাবার আশা ছেড়ে দিচ্ছে ইউক্রেন। ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার আঁচ আবার খোদ মস্কোয় টের পাওয়া গেলো। শুক্রবার ভোর চারটে নাগাদ শহরের কেন্দ্রস্থলে ইউক্রেনের ড্রোন হামলা ঘটেছে। বিস্ফোরণের বিকট শব্দ বাণিজ্যিক এলাকায় শোনা গেছে। রাশিয়ার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ড্রোনটিকে ধ্বংস করার পর ক্রেমলিন থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে এক্সপো সেন্টার নামের মেলা প্রাঙ্গনের এক বহুতলের কাছে ধ্বংসাবশেষ পড়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, যে বিস্ফোরণ বেশ শক্তিশালী ছিল। রুশ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে বহুতল ভবনের কাছে কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই হামলার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করেছে। ইউক্রেন অবশ্য বিষয়টি

সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করে নি।
মস্কো শহরের মেয়র সের্গেই সবিয়ানিন জানিয়েছেন, যে জরুরি পরিষেবা কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায় নি। টেলিগ্রাম চ্যানেলে এক বার্তায় তিনি আরো দাবি করেন, যে ভবনটিরও তেমন ক্ষতি হয় নি। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা টাস জানিয়েছে, যে এক্সপো সেন্টারের মেলা প্রাঙ্গনে একটি প্যাভিলিয়নের প্রাচীর আংশিকভাবে ভেঙে পড়েছে। এই ঘটনার জের ধরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উড়াল কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। গত কয়েক মাসে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো ও সংলগ্ন এলাকার উপর একাধিক ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। রাশিয়ার এয়ার ডিফেন্স প্রণালী বেশিরভাগ হামলা বানচাল করতে পারলেও মানুষের মনে কিছুটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে মস্কোর বাণিজ্যিক এলাকার উপর দুটি হামলা ঘটেছে। ইউক্রেন সরাসরি এমন হামলার দায় স্বীকার না করলেও সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি গত ২০শে জুলাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, যে যুদ্ধ রাশিয়ায় প্রবেশ করছে। সে দেশের প্রতীকী কেন্দ্র ও সামরিক ঘাঁটিগুলি লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠছে। গত প্রায় ১৭ মাস ধরে রাশিয়ার হামলার মুখে ইউক্রেন পশ্চিমা বিশ্ব থেকে বিপুল অর্থ ও সামরিক সহায়তা পেলেও ঠিক সময়ে যথেষ্ট শক্তিশালী অস্ত্র ও সরঞ্জামের অভাব নিয়ে জেলেনস্কির সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করছে। যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা এড়াতে ন্যাটো দেশগুলি একাধিক পদক্ষেপ খতিয়ে দেখে তবেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। যেমন অ্যামেরিকা ও সহযোগী দেশগুলির কাছ থেকে এফ১৬ যুদ্ধবিমান চাইলেও চলতি বছর সেই বিমান হাতে পাবার আশা ত্যাগ করেছে ইউক্রেন। রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার মোকাবিলা করতে এই বিমান যথেষ্ট কার্যকর হতে পারে বলে ইউক্রেন দাবি করছে। বিমান হাতে না পেলেও ইউক্রেনের পাইলট ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা অদূর ভবিষ্যতে সেই যুদ্ধবিমানের প্রশিক্ষণ পেতে পারে বলে সে দেশের সংবাদ মাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে। নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্কের নেতৃত্বে ১১টি ন্যাটো দেশের জোট ইউক্রেনীয় পাইলটদের পশ্চিমা যুদ্ধবিমানের প্রশিক্ষণ দেবার উদ্যোগ নিচ্ছে। গত মে মাসে জাপানে জিসেভেন শীর্ষ সম্মেলনে এই উদ্যোগ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও ইউক্রেনকে এফ১৬ যুদ্ধবিমান সরবরাহের কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি। তবে বর্তমানে মার্কিন প্রশাসন ইতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ট্রাম্পের বিচার যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্তি বাড়াবে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন আইন লঙ্ঘন করে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠার পর ১৯৭৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ টিভি উপস্থাপক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ বিষয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় স্বার্থে কোনো বেআইনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে নিক্সন বলেছিলেন,

আলী আহমাদি
প্রাবন্ধিক

'প্রেসিডেন্ট যখন এটি করেন, তখন তা আর বেআইনি থাকে না।' ডেভিড ফ্রস্ট তখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এটা কি আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞার মধ্যে পড়বে?' নিক্সনের জবাব ছিল, 'অবশ্যই'।
এটি ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া কিছু ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এসব বলেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে নিক্সনের প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব পালনের খুঁত ধরা পড়ে। তাঁর সেই বক্তব্য এটিও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছিল যে কীভাবে তিনি আমেরিকান গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে করা ষড়যন্ত্রকে বৈধ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন।
আফসোস! নিক্সনের কোনো বিচার হয়নি। গদি থেকে সরে যাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে চলা একটি ফৌজদারি তদন্ত প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করার আগেই প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড (যিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে নিক্সনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন) তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।
মূলধারার আলোচনায় জেরাল্ড ফোর্ডের সেই সিদ্ধান্তটিকে এখনো একটি ন্যায়সংগত, এমনকি সাহসী অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মার্কিন রাজনীতিকেরা মনে করেন, জেরাল্ডের এই ক্ষমা যুক্তরাষ্ট্রকে তাঁর নিজের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করার মতো বিব্রতকর অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছিল।
কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত ধারাবাহিকভাবে চার চারটি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে রীতিমতো ইতিহাস গড়ে ফেলেছেন। লক্ষ করার বিষয় হলো, এই চার অভিযোগের একটিও প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের আনুষ্ঠানিক দায়িত্বের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়।

বামপন্থীরা তাঁর কঠোর বিচারের পক্ষে থাকলেও ইতিমধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়া মার্কিন সমাজে ট্রাম্পের এই বিচার অনেক প্রভাব ফেলবে। এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের যে জনসমর্থন দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে তাঁর বিচারে কাজ বিভক্তিকে আরও গভীর করবে। এতে ট্রাম্পের সমর্থকদের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হবে, তা মার্কিন রাজনীতির ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে।
মার্কিন কিংবা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে কোনোখানে ড্রোন হামলা চালানোর নির্দেশ দেওয়ায় তাঁর বিচার হচ্ছে না। কোথাও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সাধারণ মানুষকে দুর্দশায় ফেলে দেওয়ার জন্য তাঁর বিচার হচ্ছে না। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কুৎসিত আলাপচারিতার জন্যও (যে কারণে তাঁর অভিশংসন করা হয়েছিল) তাঁকে বিচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। বরং ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলকে নস্যাৎ করার চেষ্টা, গোপন নথি সরানো এবং নির্বাচনী প্রচারণা বিধি লঙ্ঘন করে এক নারীকে উৎকোচ দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিচার হচ্ছে।
একজন সাবেক নেতাকে আইনের আওতায় আনা আপাতত কূটনৈতিকভাবে আমেরিকার জন্য বিব্রতকর হতে পারে। তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রকে আইনের শাসনের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ ও নিবেদিত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই বিচার করতে যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হলে সেটি তাৎক্ষণিক মেয়াদে মার্কিনিদের মুখরক্ষা করবে বটে কিন্তু প্রজাতন্ত্রের ভাবমূর্তির জন্য একটি ধ্বংসাত্মক আঘাতের প্রতিনিধিত্ব করবে।
বিশ্বজুড়ে কার্যকর গণতন্ত্রগুলো প্রায়ই তাদের সাবেক নেতাদের এবং এমনকি গদিতে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করে। অবশ্য তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকই জেল খেটেছে। বিচারিক প্রক্রিয়ায় তাঁদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেও শেষ পর্যন্ত জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে তাদের ক্ষমা করা হয় এবং কেউ কেউ কম শাস্তি পান। নিক্সনের মতো তাঁদের গদি থেকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের জেলে রাখা অনেক দুরূহ ব্যাপার।
যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প এখনো রিপাবলিকান পার্টির অতুলনীয় নেতা এবং দক্ষিণপন্থী অনেকের কাছে ত্রাণকর্তা। ট্রাম্পের সমর্থকদের একটি বড় অংশ মনে করেন, ট্রাম্প যা করেছেন তা একদম ঠিক ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থেই তিনি তা করেছেন।
বামপন্থীরা তাঁর কঠোর বিচারের পক্ষে থাকলেও ইতিমধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়া মার্কিন সমাজে ট্রাম্পের এই বিচার অনেক প্রভাব ফেলবে। এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের যে জনসমর্থন দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে তাঁর বিচারে কাজ বিভক্তিকে আরও গভীর করবে। এতে ট্রাম্পের সমর্থকদের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হবে, তা মার্কিন রাজনীতির ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে।

এবার খড়্গপুর আইআইটিতে গবেষকের রহস্যমৃত্যু

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের রহস্যমৃত্যু নিয়ে যখন উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ, তখন খড়্গপুর আইআইটির এক গবেষকের মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে।
বুধবার রাতে খড়্গপুর আইআইটিতে সূর্য দীপান নামে এক গবেষকের দেহ উদ্ধার হয়। আর কে হল থেকে তার দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ তার দেহ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
সূর্য কেরালার ছেলে। মাস তিনেক আগে সে গবেষণার জন্য খড়্গপুরে এসেছিল। পুলিশ তার পরিবারের কাছে খবর পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে তারা।
খড়্গপুর আইআইটিতেই মাস সাতেক আগে ফয়জান আহমেদের মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যু ঘিরেও প্রচুর প্রশ্ন ছিল।
আইআইটির একটি হস্টেল থেকে ফয়জান আহমেদের দেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি ছিলেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ফয়জান আসাম থেকে এসেছিলেন।
প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু

অভিযোগ ওঠে, র‍্যাগিংয়ের কারণেই ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়। তারপর এই মৃত্যু নিয়ে মামলা হয়। আদালত তার দেহ আবার ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেয়। বিরোধিতা করে রাজ্য সরকার ও আইআইটি কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘ আইনি লড়াই চলে।
আদালত জানিয়েছে, আইপিএস অফিসার কে জয়রামনের নেতৃত্বে তদন্ত চলবে। আদালতই তদন্তের জন্য বিশেষ দল গঠন করেছে। রাজ্য সরকার এর বিরোধিতা করেছিল।
যাদবপুরে ছাত্রের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে মোট নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের জেরা করা হয়েছে। তাদের বক্তব্যে বেশ কিছু অসঙ্গতি আছে।
গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্র সপ্তক কামিল্যাকে যাদবপুরের হস্টেলে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে সেদিনের ঘটনার পুর্নির্মাণ করা হবে। ধৃত সব ছাত্রকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরাও করা হবে।
তবে যাদবপুরের পাশাপাশি খড়্গপুরেও একাধিক ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা নিরাপদ?

রানওয়েতেও 'বন্যা', ফ্রাঙ্কফুর্টে অন্তত ৭০টি ফ্লাইট বাতিল

বুধবার প্রবল বর্ষণ ও বজ্রপাতের কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দেয় জার্মানির হেসে রাজ্যের বড় একটি অংশে। রানওয়ে ডুবে যাওয়ায় দেশের বৃহত্তম এয়ারপোর্টে দুর্ভোগে পড়েন কয়েক হাজার মানুষ। জার্মানির কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর (ডিডাব্লিউডি) বুধবার বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু তারপর পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষে যাত্রীদুর্ভোগ এড়ানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। সন্ধ্যা আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত রাজ্যের কিছু অঞ্চলের প্রতি বর্গ মিটারে ৬০ লিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়। আবহাওয়া দপ্তরকে উদ্ধৃত করে মাত্র এক ঘণ্টায় ২৫ হাজারেরও বেশি বজ্রপাতের খবর দেয় হেসে রুন্ডফুঙ্ক। প্রকৃতির এই আকস্মিক বিরূপতার প্রভাব জার্মানির সবচেয়ে বড় বিমানবন্দরেও পড়ে। ফলে রানওয়েতে জল জমতে শুরুর সময়ে বিমান অবতরণ করলেও যাত্রীরা নামতে পারেননি। এমন পরিস্থিতিতেই ফ্রাঙ্কফুর্টের আকাশসীমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে বিমান। জরুরি বার্তা পাঠানো হয় সেসব বিমানে। তাতে অন্তত ২৩ টি বিমানের যাত্রীরা মাটিতে নেমেও দীর্ঘক্ষণ বিমানে বসে থাকার দুর্ভোগ থেকে রেহাই পান। সেই বিমানগুলো ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে মুখ ঘুরিয়ে গিয়ে নামে অন্য এয়ারপোর্টে। এছাড়া প্রাথমিকভাবে ৭০টি ফ্লাইট বাতিল করার কথা জানায় ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। তাদের বিবৃতির আগেই একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ভাইরাল সেই ভিডিওতে দেখা যায়, রানওয়েতে অথৈ পানি, সেই পানিতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কিছু বিমান আর তারই পটভূমিতে আকাশে চলছে সশব্দ বিদ্যুৎচমকের আলো আঁধারি।

জানা অজানা

ইউক্রেনের সেনাবাহিনীতে প্রবল দুর্নীতি

প্রতিটি অঞ্চলে সেনাবাহিনীর নিয়োগ অফিসারকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। ১১২টি ফৌজদারি মামলা রুজু করা হয়েছে। একদিকে যখন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, ঠিক তখনই দেশের অভ্যন্তরে বিরাট সমস্যার মুখে পড়েছে ইউক্রেন। যে সেনাবাহিনী লড়াই করছে, তার নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে খবর সামনে এসেছে। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি প্রতিটি অঞ্চলের নিয়োগ অফিসারকে বরখাস্ত করেছেন। সব মিলিয়ে ১১২টি ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। অন্যদিকে শূন্যপদে সেনা অফিসারদের নিয়োগ করা হবে। যারা যুদ্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অথবা অঙ্গহানি হয়েছে। দেশের জন্য যারা লড়াই করেছেন, একমাত্র তাদেরই এখন ওই পদে বসার অধিকার আছে বলে জানিয়েছেন জেলেনস্কি। এর আগেও সেনাবাহিনীর নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে আলোড়ন হয়েছিল ইউক্রেনে। সেনা পরিচালনায় দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছিল। গুরুত্বপূর্ণ সেনা অফিসারকে বরখাস্ত করেছিলেন জেলেনস্কি। কিন্তু এবার যে দুর্নীতির কথা সামনে এসেছে, তা আকার ও আয়তনে আগের সমস্ত অভিযোগের চেয়ে অনেক বড়।
অভিযোগ, বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগ অফিসারেরা অর্থের বিনিময়ে ভুয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেট বিলি করেছেন। যে সার্টিফিকেট থাকলে যুদ্ধে অংশ নিতে হবে না। শুধু তাই নয়, অর্থের বিনিময়ে অপ্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের কমব্যাট ফোর্সে পাঠানো হয়েছে বলেও অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়, নিয়োগ অফিসারেরা নিজেদের বাড়ি সেনার জওয়ানদের দিয়ে তৈরি করিয়েছেন বলে অভিযোগ। যুদ্ধের সময় জওয়ানদের ফ্রন্টে না পাঠিয়ে বাড়ির তৈরির কাজে লাগানো হয়েছে। এক অফিসার দুর্নীতির টাকায় পরিবারের একাধিক ব্যক্তির নামে দামি গাড়ি এবং স্পেনে বাড়ি কিনেছেন বলে অভিযোগ। বরখাস্ত করা অফিসারদের অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেলেনস্কি জানিয়েছেন যারা নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করছেন, তাদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা নির্দোষ। তাদের ফ্রন্টলাইনে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে হবে। সম্প্রতি সেনা নিয়োগের দপ্তরগুলিতে অডিট করানো হয়েছে। আর সেই অডিট থেকেই এই পরিমাণ দুর্নীতির ছবি সামনে এসেছে।

সাময়িকী

হাসিনার পক্ষ নিয়ে অ্যামেরিকাকে বার্তা ভারতের

বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে শেখ হাসিনার পাশে ভারত। অ্যামেরিকাকে পাঠানো এক কূটনৈতিক বার্তায় অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারত।

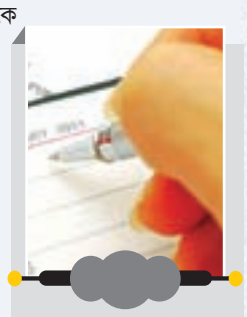

স্যমন্তক ঘোষ
কলামিস্ট

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সম্প্রতি একাধিক মন্তব্য করেছে অ্যামেরিকা। কিন্তু অ্যামেরিকার অবস্থানের সঙ্গে সহমত নয় ভারত। জি২০ বৈঠকের আগে এক কূটনৈতিক বার্তায় বাংলাদেশ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে দিল্লি। ভারতের বক্তব্যে কয়েকটি ভাগ আছে।
কূটনৈতিক নোটে ভারত জানিয়েছে, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে ভূরাজনৈতিক দিক থেকে তা ভারত এবং অ্যামেরিকা কারও পক্ষেই সুখকর হবে না। কারণ হাসিনার সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে জামাতের মতো সংগঠনের ক্ষমতা বাড়বে বলে মনে করে ভারত। অ্যামেরিকা জামাতকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দেখে। মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে তুলনা করে। কিন্তু ভারত মনে করে জামাত একটি উগ্র মৌলবাদী সংগঠন। ভারতের বার্তায় একথা স্পষ্ট করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘ স্থলসীমান্ত আছে। বাংলাদেশে জামাতের মতো সংগঠন শক্তিশালী হলে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা সমস্যার মুখে পড়বে। জামাতের মতো সংগঠনের সঙ্গে পাকিস্তানের নিবিড় যোগ আছে বলেই মনে করে ভারত। ভারত জানিয়েছে, অ্যামেরিকার মতো ভারতও চায় বাংলাদেশে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক। কিন্তু অ্যামেরিকা সম্প্রতি যে মন্তব্যগুলি করেছে তা বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করে ভারত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্তা জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল দিল্লি ঘুরে যাওয়ার পরেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল ভারত। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা হয়েছে ভারতীয় প্রশাসনের। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে জি২০র বৈঠক শুরু হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও সেখানে আসবেন। এই বৈঠকে বাংলাদেশের নির্বাচন এবং উপমহাদেশের ভূরাজনীতি নিয়ে সমান্তরাল বৈঠক হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। ভারত জি২০র মঞ্চকে এবিষয়ে আলোচনার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। আফগানিস্তানের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছে ভারত। অ্যামেরিকাকে জানানো হয়েছে, যেভাবে আফগানিস্তান থেকে অ্যামেরিকা তাদের ঘাঁটি সরিয়ে নিয়েছে, ভারত তাতে সন্তুষ্ট নয়। এর ফলে উপমহাদেশ অঞ্চলে অস্থিরতার আশঙ্কা বেড়েছে। তালেবান উপমহাদেশের ভূরাজনীতিতে একটি বড় 'থ্রেট' হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে ভারত। বস্তুত, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে অ্যামেরিকার সম্পর্ক ভারতের চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে বলেও মন্তব্য করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গেই বাংলাদেশের জন্য অ্যামেরিকার পৃথক ভিসা নীতির সমালোচনা করেছে ভারত। অ্যামেরিকা জানিয়েছে, বাংলাদেশের নির্বাচন যারা বানচাল করার চেষ্টা করবে, অ্যামেরিকা তাদের সে দেশে ঢুকতে দেবে না। ভারত মনে করে অ্যামেরিকার এই নীতি সরাসরি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো। ভারত এই নীতিকে ভালো চোখে দেখছে না।
জি২০ বৈঠকে এই সবকটি বিষয়ই বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় উঠে আসতে পারে বলে মনে করছে কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ। বস্তুত, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিসাররাও আড়ালে একথা স্বীকার করছেন।
ভারতীয় সেনার সাবেক লেফটন্যান্ট জেনারেল উৎপল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ''বাংলাদেশের জন্মের সময় থেকেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মসৃণ থেকেছে। যখনই সে দেশে অন্য কোনো সরকার ক্ষমতায় এসেছে, দুই দেশের সম্পর্ক ততটা মসৃণ থাকেনি। তাই ভারত সবসময়ই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সরকারকে গুরুত্ব দেয়।'' উৎপল মনে করেন, ভূরাজনৈতিক দিক থেকেও বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সরকার দেখতে চায় ভারত। কারণ, ভারত মনে করে আওয়ামী লীগের সরকার বাংলাদেশে ক্ষমতায় থাকলে দুই দেশের সীমান্ত আপাতদৃষ্টিতে সুরক্ষিত থাকে।

পাঠকের চিঠি

তুরস্ক অবিচারের দেশ, বললেন জার্মান এমপি

জার্মানির বামপন্থি এমপি আকবুলুতকে বিমানবন্দরে আটক করেছিল তুরস্ক। পরে তিনি বললেন, তুরস্ক অবিচারের দেশ। ডিডাব্লিউ'র সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, তুরস্কে আইনের শাসন বলে কিছু নেই। তিনি সোজাসাপটা বলেছেন, ''তুরস্কে আইনের শাসন নেই, সেখানে আইন, বিচার ও প্রশাসনের মধ্যে ক্ষমতার ভাগও নেই। কোনো প্রগতিশীল গণতন্ত্রে এটা খুবই জরুরি।'' এই বামপন্থি এমপি বলেছেন, ''তুরস্কে খামখেয়ালি শাসন চলছে। সেখানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সমানে বাড়ছে। ডিক্রি জারি করে বা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেখানে বেআইনি শাসন চলছে।'' গত ৩ অগাস্ট এই নারী এমপিকে তুরস্কের বিমানবন্দরে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে একটা ওয়ারেন্ট জারি করা ছিল। তাতে অভিযোগ ছিল, আকবুলুত সন্ত্রাসবাদীদের হয়ে প্রচার করেন। তিনি ২০১৯ সালে সামাজিক মাধ্যমে কিছু পোস্ট করেছিলেন। যার ভিত্তিতে এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। আকবুলুতের জন্ম হয়েছিল তুরস্কে। ২০১৯ সালে উত্তর সিরিয়ায় কুর্দদের মিলিশিয়া গোষ্ঠীর উপর আক্রমণ চালিয়েছিল তুরস্ক। আর আকবুলুত তার তীব্র সমালোচন করেছিলেন। তিনি জার্মান সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন, তারা যেন কুর্দিস্তান ওয়ার্কাস পার্টি(পিকেকে)র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। সমাজবাদী বামপন্থি দলের সদস্য আকবুলুত জানিয়েছেন, তার মুক্তির জন্য জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কে সচেষ্ট হতে হয়েছিল। তারা তুরস্কের স্বরাষ্ট্র ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কূটনৈতিক সংকট মিটে যায়। সরকারিভাবে জানানো হয়, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেয়া হলো। এই বামপন্থি এমপি বলেছেন, আগামী অক্টোবরে তিনি সরকারি প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে আবার তুরস্কে যাবেন। তবে তিনি বলেছেন, যে সব সাংবাদিক তুরস্কের সমালোচনা করেছেন, তারা সেই দেশে যাওয়ার আগে যেন আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে যান। খোঁজ নিয়ে যান, তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে কি না।

ঝরনা দাস,রাঁচি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচির আওতায় অমৃত বাটিকায় চারা রোপণ করা হয়

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার নিমডিহ ব্লকের অন্তর্গত রামনগর গ্রামের অমৃত ভাটিকায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নিমডিহ অঞ্চল অধিকারী সহ সহ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার সঞ্জয় পান্ডে এবং ব্লক প্রোগ্রাম অফিসার দ্বারা বৃক্ষরোপণ করা হয় গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে। গ্রামবাসীদের তথ্য প্রদান করে, অঞ্চল অধিকারী সঞ্জয় পান্ডে বলেছেন যে প্রতি বছরের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করার পরামর্শ দিয়েছেন। ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চালু করা আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পরিপূরক করতে, ভারত এই বছর ২০২৩ সালে মেরি মাটি মেরা দেশ প্রচারাভিযান উদযাপন করছে। ভারত সরকার মেরি মাটি, মেরা দেশ নামে একটি প্রচার শুরু করেছে। মাটিকে সালাম, বীরদের প্রণাম মেরি মাটি মেরা দেশ প্রচারের স্লোগান। এই প্রোগ্রামটি ৯ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। এই প্রচারণার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন জুড়ে যে সমস্ত বীর শহীদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সাহসী নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। এই বছর স্থানীয়, পঞ্চায়েত, ব্লক, গ্রাম, শহর, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে জনভাগীদারি প্রচারের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আযয়োজন করা হচ্ছে। এই ক্যাম্পেইনের আওতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাড়ে সাত হাজার কলশিতে মাটি সংগ্রহ করে দেশের রাজধানী দিল্লিতে আনা হবে। দিল্লিতে কর্তব্য পথের কাছে 'অমৃত বাটিকা' নামে একটি বাগান তৈরি করতে এই মাটি ব্যবহার করা হবে। এ উপলক্ষে রামনগর গ্রামের অমৃত বাটিকায় শিলাফলকম বা

স্মারক ফলক স্থাপন করা হয়। সাহসী পুরুষদের প্রচেষ্টাকে সম্মান জানাতে, পঞ্চ প্রাণ প্রতিজ্ঞা, বসুধা বন্দন, বীর বন্দন ইত্যাদি আযয়োজন করা হয়।

নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআইতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর তিরোধান দিবসের আয়োজন

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর তিরোধন দিবসের আযয়োজন করা হল সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার অন্তর্গত নিমডিহ ব্লকের নারায়ণ বেসরকারি আইটিআই ইনস্টিটিউটে। এই উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ছবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে, ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর জটাশঙ্কর পান্ডে বলেন যে সুভাষ চন্দ্র বসু (২৩ জানুয়ারী ১৮৯৭ ‐ ১৮ আগস্ট ১৯৪৫) ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথপ্রদর্শক এবং সবচেয়ে বড় নেতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জাপানের সহায়তায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। তাঁর দেওয়া 'জয় হিন্দ' স্লোগানটি ভারতের জাতীয় স্লোগানে পরিণত হয়েছে। তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব স্লোগানটিও ছিল তার যা সে সময় তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল। ভারতীয়রা সুভাষ চন্দ্র বসু কে নেতাজি নামে সম্বোধন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর নেতাজিকে নতুন পথ খুঁজতে হয়েছিল। তিনি রাশিয়ার সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট নেতাজি বিমানে করে মাঞ্চুরিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। এ যাত্রায় তিনি নিখোঁজ হন। এই দিনের পর তাকে আর কারো দেখা হয়নি। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর অন্তর্ধান আজও একটি ধাঁধা রয়ে গেছে। কিছু প্রতিবেদন অনুসারে, ২৩ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে, টোকিও রেডিও জানায় যে নেতাজি একটি বড় বোমারু বিমানে সাইগনে পৌঁছেছিলেন যা ১৮ আগস্ট তাইহোকু বিমানবন্দরের কাছে বিধ্বস্ত হয়। এতে জাপানি জেনারেল শোদাই, পাইলট এবং বিমানে তার সঙ্গে থাকা আরও কয়েকজন নিহত হন। নেতাজি গুরুতর দগ্ধ হন। তাকে তাইহোকু সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি তার আঘাতে মারা যান। কর্নেল হাবিবুর রহমানের মতে, তাইহোকুতেই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, তার ছাই সংগ্রহ করে জাপানের রাজধানী টোকিওর রঙ্কোজি মন্দিরে স্থাপন করা হয়। ভারতের ন্যাশনাল আর্কাইভস থেকে প্রাপ্ত একটি নথি অনুসারে, নেতাজি তাইহোকুর সামরিক হাসপাতালে ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে ২১.০০ ঘণ্টায় মারা যান। এই উপলক্ষ্যে প্রিন্সিপাল জয়দীপ পান্ডে, প্রশিক্ষক শান্তি রাম মাহাতো, প্রশিক্ষক পবন কুমার মাহাতো, প্রশিক্ষক দেবকৃষ্ণ মাহাতো, প্রশিক্ষক অজয় মন্ডল, কৃষ্ণ পদ মাহাতো, গৌরব মাহাতো, নিমাই মন্ডল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপি নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশে অস্বীকার করে তদন্ত স্বার্থে এই বিষয়ে নীরব থাকা শ্রেয় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করার অপরাধে তৃষ্ণা শর্মাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে মন্তব্য সভাপতি ভবেশ কলিতার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ দলীয় নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনার পর রাজ্য বিজেপিতে ব্যাপক তুলকালাম শুরু হয়েছে। এই আত্মহত্যার ঘটনার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে পুলিশ গ্রেফতার করা দলীয় নেতা অনুরাগ চলিহার সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাছাড়া এই ঘটনার সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানের বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের নাম জড়িয়ে যাওয়ার ফলে বিষয়টি অধিক জটিল রূপ ধারণ করেছে। তবে ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশে অস্বীকার করে তদন্ত স্বার্থে এই বিষয়ে নীরব থাকা শ্রেয় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দলের কিষান মোর্চার নেত্রী তৃষ্ণা শর্মার প্রাথমিক সদস্যপদ কর্তন করে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করা প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। প্রসঙ্গত ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনার সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নাম জড়িয়ে গেছে পূর্ব গুয়াহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের। বিশেষ করে ইন্দ্রানী তহবিলদার এবং অনুরাগ চলিহার অন্তরঙ্গের ফটো ভাইরাল হওয়ার ক্ষেত্রে নাম জড়িয়ে যাওয়া সংক্রান্তে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে জানিয়ে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে ইতিমধ্যে লিখিত অভিযোগ পত্র দাখিল করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানের বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। রাজ্য বিজেপিতে অব্যাহত থাকা এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া স্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন যখন কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করেন অথবা হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয় সেই বিষয়টি পুলিশ তদারক করে। তদন্তের সময় যতই কম করে কথা বলা যায়, ততই ভালো। পুলিশের তদন্ত অব্যাহত থাকার সময় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অথবা রাজ্যের গৃহমন্ত্রী হিসেবে তিনি যদি মন্তব্য করতে থাকেন তখন তদন্ত প্রভাবিত করার অভিযোগ উত্থাপন হয়। যেহেতু তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং গৃহমন্ত্রী ফলে এক্ষেত্রে তার নীরবতা প্রত্যেককে সাহায্য করবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বর্তমান রাজ্য বিজেপিতে অব্যাহত থাকা চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে দলের অনুশাসন মেনে না চলা প্রত্যেক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন এই ঘটনা সংক্রান্তে দলের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কোনো ধরনের নির্দেশ নেই। এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমে ভুল তথ্য প্রচারিত হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমানের দলীয় বিধায়ক সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্যের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরেই গতকালই মোর্চার সভাপতিদের সঙ্গে তিনি বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকে রাজ্য বিজেপির তত্ত্বাবধায়ক তথা কেন্দ্রীয় দলীয় নেতা ডি আর রবীন্দ্র রাজু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করার অপরাধে কিষান মোর্চার নেত্রী তৃষ্ণা শর্মাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানান তিনি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন তৃষ্ণা শর্মা যেহেতু মামলা দায়ের করেছেন এবং অর্থের লেনদেনের কথা বলেছেন সেই জন্য তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কোনো দলীয় নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করলে বহিষ্কার করা বাধ্যতামূলক। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার পর সেটার সত্যতা যাচাই করে শোকজ দেওয়ার পর বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন দলীয় বিধায়ক সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্যের লিখিত অভিযোগে রিয়া দাস নামের এক মহিলার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এবার দলের সাধারণ সম্পাদকরা জনৈক রিয়া দাসকে দেখে পাঠিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন বলে জানালেন তিনি। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে পড়া একটি অডিওতে নিযয়োগে কেলেঙ্কারির জড়িত হয়ে কারাবন্দি হয়ে অবশেষে সম্প্রতি কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া দলীয় নেতা দীবন ডেকা, রিয়া নামের এক মহিলা প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পূর্ব গুয়াহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন। সেই অডিওতে দীবন ডেকা স্বয়ং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যকে অনুরাগ চলিয়া এবং ইন্দ্রানী তহবিলদারের অন্তরঙ্গ ছবি দেওয়ার কথা বলেছেন। দীবন ডেকার কাছ থেকে ভাইরাল হয়ে পড়া ছবি পাওয়ার কথা কথা গতকাল স্বীকার করে নিয়েছিলেন বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। তবে বিধায়কের নানা মন্তব্যের ক্ষেত্রে এদিন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিজেপি নেতা দীবন ডেকা। তিনি বলেন অভিমুন্য দাস নামের একজন দলীয় কর্মী তাকে এই ফটো দিয়েছিলেন। সেটাই তিনি বিধায়ক সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্যকে পাঠিয়েছেন। ফটোতে থাকা মহিলাকে চিনতে না পেরে তিনি সেটা বিধায়ককে পাঠিয়ে মহিলার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন দীবন ডেকা। তিনি বলেন পুলিশের তদন্তে সবকিছু বেরিয়ে পড়বে। কে ফটো ভাইরাল করেছে, আসলে কি হয়েছিল ঘটনা সবই তদন্তে প্রকাশ পাবে। এক্ষেত্রে তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশকে তিনি সব ধরনের সাহায্য করবেন বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা দীবন ডেকা।

পুনর্গঠনকে কেন্দ্র অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং বিধায়ক অখিল গগৈর মধ্যে মতানৈক্য

সভাপতি ভুপেন বরা, দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থর প্রতিক্রিয়া

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ নির্বাচন কমিশন রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর অবশেষ ে এই তালিকায় মোহর লাগিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অর্থাৎ এই বিষয়টি বর্তমান আইনে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু 'চোর গেলে বুদ্ধি বাড়ে' এর মতো এবার পুনর্গঠন নিয়ে সরব হয়ে উঠেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। তবে শুধুমাত্র সরব হওয়া নয় বরং এক্ষেত্রে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে দোষারোপ করেছেন তিনি। পুনর্গঠনকে কেন্দ্র অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং বিধায়ক অখিল গগৈর মধ্যে অবশেষে ব্যাপক মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভুপেন বরা, দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, দলের কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থর এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির হস্তাক্ষরের পর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। বিধায়ক অখিল গগৈর অভিযোগ অনুসারে পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের যে ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল সেটা দলটি নেয়নি। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তিনি অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সমালোচনা করেছেন। অর্থাৎ তার অভিযোগ অনুসারে কংগ্রেসের নির্লিপ্ত ভূমিকার জন্য বর্তমান পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি সেটা মঞ্জুর করেছে। বিধায়ক অখিল গগৈর অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বলেন কংগ্রেস সবসময়ই পুনর্গঠনের স্বপক্ষে ছিল। তবে এর পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি ছিল কংগ্রেসের। তবে বর্তমান যেহেতু বিষয়টি আইনে রূপান্তরিত হয়েছে ফলে এখন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। কিন্তু বিধায়ক অখিল গগৈ সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠনের এর বিরোধিতা করেছেন। তিনি ২০২৬ সালে অনুষ্ঠেয় পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার স্বপক্ষে নিজের মতামত দিয়ে আসছেন বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন এই বিষয় নিয়ে মিত্র জোটের বৈঠকে বহুবার আলোচনা হয়েছে। তবে বিধায়ক অখিল গগৈ এবার সরাসরি সংবাদ মাধ্যমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এভাবে মন্তব্য করা উচিত হয়নি। এক্ষেত্রে তিনি বিধায়কের সঙ্গে কথা বলে ফের একবার প্রতিক্রিয়া দেবেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা। অসম বিধানসভায় বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন তিনি সঠিকভাবে বিধায়ক অখিল গগৈর সাংবাদিক বৈঠক দেখেননি। তবে সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত খবর অনুযায়ী তিনি অভিযোগ করেছেন যে কংগ্রেস এক্ষেত্রে যে ভূমিকা নেওয়ার প্রযয়োজন ছিল সেটা দল নেয়নি। বিধায়ক অখিল গগৈর এ অভিযোগ তিনি খন্ডন করছেন বলে মন্তব্য করেছেন দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন এক্ষেত্রে যা ভূমিকা নেওয়ার কংগ্রেস নিয়েছে। এভাবে তার মন্তব্য উচিত হয়নি। যেহেতু মিত্র জোটে প্রতিটি দল রয়েছে। ফলে প্রত্যেক দলকে প্রত্যেক দলের সম্মান জানানো উচিত। প্রত্যেক দল প্রত্যেক দলের বিষয় চিন্তা করা উচিত। কিন্তু তা বলে এটা উচিত নয় একজন আরেকজনকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে। মিত্র জোট মূলত বিজেপি বিরোধী মঞ্চ। প্রত্যেকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এক্ষেত্রে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বিধায়ক অখিল গগৈ এমন কথা বলেছেন যেটা সাধারণ মানুষের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা ভঙ্গ করে দিতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিধানসভায় কংগ্রেসের দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেন বিধায়ক অখিল গগৈর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত হয়নি। পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া চলাকালীন বহু সময় কংগ্রেসের প্রতিবাদী আঃেদালন কার্যসূচিতে নিমন্ত্রণ জানানো পরও বিধায়ক অখিল গগৈ অংশগ্রহণ করেননি। এমনকি তিনি স্বয়ং বহুবার তাকে কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রতিবাদী আঃেদালন কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিধায়ক অখিল গগৈ এরপরেও সেই প্রতিবাদী কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে এবার পুনর্গঠনের যাবতীয় দোষ কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপানো ঠিক না। কারণ কংগ্রেস এবং তার দল একই মিত্র জোটে রয়েছে। ফলে বিধায়ক অখিল গগৈর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত হয়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ।

মুখ্যমন্ত্রীর নিযুক্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্তে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার দাবি অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির

স্বয়ং বিজেপি নেতা হিমন্ত সরকারের নিযুক্তি প্রক্রিয়ার অনিয়মের কথা খোলাসা করেছেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিজেপি নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদারের মৃত্যু প্রসঙ্গে দলটির প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমানের বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের মন্তব্যের পর সচরাচর দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার কথা বলা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। স্বয়ং বিজেপি নেতা হিমন্ত সরকারের নিযুক্তি প্রক্রিয়ার অনিয়মের কথা খোলাসা করেছেন বলে দলটি অভিযোগ উত্থাপন করেছে। ফলে এবার মুখ্যমন্ত্রীর নিযুক্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্তে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি।

গুয়াহাটে মহানগরের জি এস রোড স্থিত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখ্য কার্যালয় আযয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে দলটির মিডিয়া বিভাগের উপাধাক্ষ বেদব্রত বরা বলেন মুখ্যমন্ত্রী এখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার কথা বলার নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন। এক এক করে বিজেপির নানা কুকীর্তি বর্তমান জনসমক্ষে প্রকাশ পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে যতই ধোয়া তুলসী পাতা বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও আগুন জ্বললে ধোয়া তো বেরোবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মিডিয়া বিভাগের উপাধাক্ষ বেদব্রত বরা বলেন বিজেপির যেই রাজ্য সভাপতি বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রীকে এক কালে দলে ডেকে এনেছিলেন সেই নেতা অতি অসহায় হয়ে বর্তমানে রাজ্য সভাপতিকে চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছেন। এটা থেকে বেশি দুর্ভাগ্যজনক কথা হতে পারে না বলে বিজেপিকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের উপাধাক্ষ বলেন সময় ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। অসমের আমজনতা এখন মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করবেন না। শুধুমাত্র কংগ্রেস কিংবা অন্যান্য বিরোধী দলগুলো নয় বর্তমান সময়ে রাজ্যের প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির সঙ্গে বিজেপির কর্মীরা সদিয়া থেকে ধুবড়ি পর্যন্ত মিথ্যা কথা বলা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা শুরু করেছেন। গুনে গুনে বছরে এক লক্ষ চাকরি দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। শুধুমাত্র ব্যর্থ হওয়া নয়, সামাজিক মাধ্যমে বিজেপির বহু কর্মী করা সাম্প্রতিক মন্তব্য তথা ভাইরাল হয়ে পড়া ফোন কল গুলোতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে গত এক বছরে কিছু চাকরি সরকার দিতে সমর্থ হলেও সেখানে বহু দুর্নীতি তথা অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে সেটা জনসমক্ষে খোলাসা করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

দলটির মিডিয়া বিভাগের উপাধাক্ষ বেদব্রত বরা বলেন বিজেপির মানুষ বর্তমান চাকরির নামে টাকা নেওয়া বলে প্রকাশ পেয়েছে। ইন্দ্রানী তহবিলদারের দুর্ভাগ্যজনক আত্মহত্যার ঘটনা প্রতিটি বিষয়ে বর্তমান জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা যতই দাবি করলেও সেটা রাজ্যের সাধারণ মানুষ মেনে নেবেন না। মুখ্যমন্ত্রীর যদি সৎ সাহস রয়েছে তাহলে গত এক বছরে দেওয়া নিযুক্তি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার জন্য দাবী জানিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তিনি বলেন এক লক্ষ চাকরি দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সরকার গত এক বছরে কোন কোন বিভাগে কত নিযুক্তি দিয়েছে তার সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি দাবি জানাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করা অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিযুক্তি প্রক্রিয়াটি যে স্বচ্ছ ভাবে হয়েছে সেটা নিয়ে সাধারণ জনতার মধ্যে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে পড়েছে। বহু সংখ্যক পদের জন্য অনুষ্ঠিত করা পরীক্ষায় কাট অফ মার্ক ঘোষণা করা হয়নি। ফলে সাধারণ জনতার পাশাপাশি বিজেপির দলীয় কর্মীদের মনে গড়ে ওঠা সন্দেহ নিরসনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মিডিয়া বিভাগের উপাধাক্ষ বলেন হিমন্ত সরকারের আমলে হুয়া নিযুক্তিতে ব্যাপক অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে। কারণ একজন প্রার্থী বেশ কয়েকটি পদের নিযয়োগ প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু উত্তীর্ণ হওয়ায় প্রার্থী সর্বশেষে কোন পদে যোগদান করলেন সেই সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কিংবা অন্য প্রার্থীরা অবগত হননি। নিযয়োগ প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছেন, ওয়েটিং লিস্টে কোন কোন প্রার্থী ছিলেন সেই তালিকাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ার ফলে প্রত্যেকের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সাধারণ জনতাকে প্রকৃত সত্য জানাতে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই বলে সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

বেদব্রত বরা বলেন নিজেকে সংস্কারি বলে দাবি করা বিজেপির মতো দলে কেন মহিলা নেত্রী এবং কর্মীরা চরম নিরাপত্তাহীনতাতে ভুগতে হচ্ছে। বিজেপি সরকারের দিনে সারা দেশজুড়ে মহিলারা নিরাপত্তাহীনতাতে ভুগছেন। দিল্লিতে দেশকে গৌরবান্বিত করা মহিলা রেসলিং প্লেয়ারদের অপমান করেছেন মোদী শাহ। মনিপুরে যেটা হয়েছে সেটা সারা বিশ্ব দেখেছে। অসমে সাধারণ মহিলাকে সুরক্ষা দেওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার দলের মহিলা নেতা এবং কর্মীদের সুরক্ষা দিতে পারেনি বিজেপি। গোয়ালপাড়াতে জোনালী নাথ হারিয়ে গেলেন। গুয়াহাটিতে নিজের দলেরই একাংশ তথাকথিত সংস্কারি পুরুষ নেতাকর্মীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ইন্দ্রানী তহবিলদার স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন। এসআই জোনমণি রাভার মত সাহসী পুলিশ অফিসারের মৃত্যুর রহস্য আজও উদঘাটন হয়নি। এরপরেও মুখ্যমন্ত্রী এবং একাংশ মন্ত্রী বড় বড় কথা বলা ছাড়েননি। হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে আনা অপরাধীকে এনকাউঃটার করে দিলেই কি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়ে যায় সেই প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করেছেন তিনি।

সর্বজনীন পেনশনের যত সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

ঢাকা ঃবাংলাদেশে চার ক্যাটাগরিতে সর্বজনীন পেনশন চালু হয়েছে। ১০ কোটি মানুষকে এই সুবিধা দেয়ার চিন্তা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার স্কিমটি চালু করা হয়। ১৮ বছরের বেশি বয়সিদের জন্য এই ব্যবস্থা। ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত পেনশন স্কিম খোলা যাবে। কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা দিলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। যাদের বয়স ৫০ বছরের বেশি, তারাও এর আওতায় আসবেন, তবে শর্ত হলো, তাদের ১০ বছর চাঁদা পূর্ণ করতে হবে। ৬০ বছরের পর থেকে পেনশন পাওয়া যাবে। পেনশনের বিস্তারিত নিয়মকানুন সর্বজনীন পেনশন কতৃপক্ষের ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে।

একটি এনজিওর প্রধান এ এইচ এম বজলুর রহমান সর্বজনীন পেনশন স্কিম উদ্বোধনের দিনেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের জন্য 'প্রগতি' পেনশন স্কিম খুলেছেন। তিনি জানান, এটা অনলাইনে খোলা খুব সহজ। আমি অনলাইনে খুলেছি। নিয়মকানুন খুবই সিম্পল। কোনো ঝামেলা নেই। সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট সময় লাগে। তার কথা, অনেক দিন ধরেই সর্বজনীন পেনশন স্কিমের দাবি ছিল। সেটা এই সরকার পূরণ করেছে। এর জন্য আইন হয়েছে, বিধিমালা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। আমি মনে করি, এর মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সায়মা সিদ্দিকা মনে করেন, এটার অনেক বেশি প্রচার হওয়া প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সবচেয়ে বেশি যাদের প্রয়োজন সেই নিম্ন আয়ের মানুষ যেন এটার সুবিধা পায়, সেটা নিশ্চিত করা দরকার। তাদের নামে যেন অন্যরা এই সুবিধা না নেয়। আর রেজাউল করিম পাটোয়ারি মনে করেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি দেশের মানুষের একটা নেতিবাচক মনোভাব আছে। সেটা কাটাতে পারলে মানুষ এই পেনশন স্কিমের প্রতি আগ্রহী হবে। একটি টেলিকম প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এই তরুণ এখনো পেনশন স্কিমের প্রতি আগ্রহী নন। তিনি আরো একটু দেখেশুনে সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রাথমিকভাবে পেনশনের চারটি প্যাকেজ হলো প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা এবং সমতা। প্রবাসীদের জন্য প্রবাস প্যাকেজে পাঁচ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা মাসে চাঁদা দেয়া যাবে। ১০ বছর পূর্ণ করলে যারা ১০ হাজার টাকা করে চাঁদা দেবেন, তারা মাসে পেনশন পাবেন ১৫ হাজার ৩০২ টাকা করে। তবে চাঁদা দেয়ার বছর যত বাড়বে, মাসিক পেনশনের পরিমাণও বাড়বে। এইভাবে প্রগতি হলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের জন্য। সুরক্ষা হলো স্বকর্ম এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের জন্য। আর 'সমতা' স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য। সমতার ক্ষেত্রে মাসিক চাঁদা ৫০০ টাকা, সরকার দেবে ৫০০ টাকা। এই মাসিক এক হাজার টাকা কমপক্ষে ১০ বছর পূর্ণ হলে মাসিক পেনশন পাওয়া যাবে এক হাজার ৫৩০টাকা।

এবার রোনালদোর সম্মানে বিশেষ জার্সি এনেছে স্পোর্টিং

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ ছয় দিন আগে ১২ আগস্ট ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর স্পোর্টিং লিসবন ছাড়ার দুই দশক পূর্তি হয়েছে। লিসবনের সেই আঁতুড়ঘরেই তৈরি হয়েছিল আজকের রোনালদোর ভিত। ১৯৯৭ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে পর্তুগিজ ক্লাবটির বয়সভিত্তিক দলের হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন 'সিআর সেভেন'। মূল দলে তাঁর অভিষেক হয় ২০০২-০৩ মৌসুমে। এরপরই এক প্রীতি ম্যাচে রোনালদোর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে নিয়ে আসেন কিংবদন্তি কোচ স্যার আলেক্স ফার্গুসন।

রোনালদোকে দিয়ে সে সময় ইউনাইটেড ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়া ডেভিড বেকহামের শূন্যতাও পূরণ করেন ফার্গুসন। স্কটিশ এই কোচের হাত ধরে ইউনাইটেডে আসার সময় রোনালদোর পরিচিতি ছিল সীমিত। ইউনাইটেডেই পরবর্তী সময়ে বিশ্বসেরাদের একজন হয়ে ওঠেন রোনালদো।

তবে কৈশোরে যে স্পোর্টিং লিসবন ক্লাব তাঁর ভিত গড়ে দিয়েছিল, তারা কখনো ভোলেনি রোনালদোকে। ভোলার কথাও না, রোনালদোই তো ক্লাবটির একাডেমি থেকে বের হওয়া সেরা খেলোয়াড়। স্পোর্টিং লিসবনের আর কোনো খেলোয়াড় তো এমন সর্বকালের সেরাদের একজন হয়ে ওঠেননি। এই মাসেই রোনালদোর স্পোর্টিং লিসবন ছাড়ার ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ জার্সি বাজারে ছেড়েছে স্পোর্টিং। জার্সিটিকে তারা এ মৌসুমে থার্ড কিট বা তৃতীয় জার্সি হিসেবে ব্যবহার করবে। রোনালদোর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাতে গিয়েই মূলত এ উদ্যোগটি নিয়েছে স্পোর্টিং। কালো ও সোনালি রঙের এই জার্সির ডান দিকের ওপরের কোনায় লেখা 'সিআর সেভেন'।

স্পোর্টিংয়ে রোনালদো নিজের শেষ ম্যাচে এমনই একটি জার্সি পরে খেলেছিলেন। তাঁর সেই শেষ ম্যাচের স্মৃতিও এই জার্সির মধ্য দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছে পর্তুগিজ ক্লাবটি। তবে জার্সিতে ক্লাবের ব্যাজের চেয়ে রোনালদোর ব্র্যান্ড নাম বেশি গুরুত্ব পাওয়ায় অনেকে সমালোচনাও করছেন। যদিও সাধারণ ভক্তসমর্থকেরা সেই সব সমালোচনাকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না।

এর মধ্যে এই জার্সিটি বাজারে আসার পর থেকে বিক্রির দিক থেকে প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। মাত্র দুই সপ্তাহে বিক্রি হয়েছে ১০ হাজারের বেশি জার্সি। অনলাইন ও দোকান দুই জায়গাতেই বেশ উচ্চহারে বিক্রি হচ্ছে এই জার্সি। যা ক্লাবটির মোট জার্সি বিক্রির ৫১ শতাংশ। নাইকি ও স্পোর্টিংয়ের ওয়েবসাইটেও এই জার্সি পাওয়া যাচ্ছে। আবার কেউ চাইলে স্পোর্টিংয়ের নিজস্ব দোকান থেকেও এই জার্সি কিনে আনতে পারবেন। কেউ কিনতে চাইলে এর দাম পড়বে ৯০ ইউরো।

তবে এর মধ্যে যা বিক্রি হয়েছে, তার অর্ধেকই অনলাইনে কিনেছেন পর্তুগিজের বাইরে থাকা সমর্থকেরা, যা মূলত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রোনালদোর বিপুল জনপ্রিয়তাকেই সামনে এনেছে। রোনালদোর জার্সি নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ অবশ্য নতুন কিছু নয়। এর আগেও একাধিকবার জার্সি বিক্রিতে রেকর্ড গড়েছিলেন রোনালদো। স্পোর্টিংয়ের রোনালদোকে সম্মান জানানোর এটিই অবশ্য একমাত্র উদ্যোগ নয়। এর আগে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে নিজেদের অনুশীলন মাঠের নাম অ্যালকোচেট স্পোর্টস সেন্টার বদলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো একাডেমি রাখে তারা। সে নামেই এখন নতুনভাবে পরিচিতি পেয়েছে অনুশীলন সেন্টারটি।

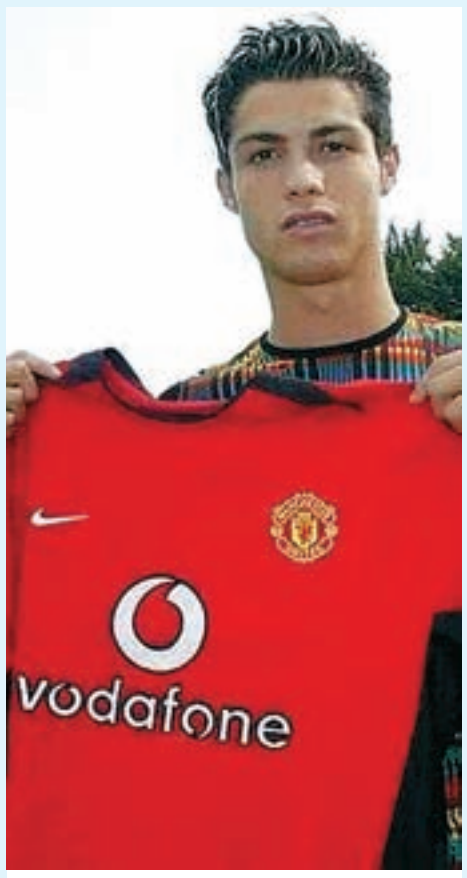

কবে বন্ধ হবে সৌদি প্রো লিগের দলবদলের জানালা

রিয়াদ ঃ এবারের দলবদলে একের পর এক খেলোয়াড় ইউরোপ ছেড়ে সৌদি আরবে যাচ্ছেন। করিম বেনজেমা থেকে শুরু করে নেইমার হয়ে যা এখনো চলছেই। ইউরোপে থাকা ফুটবলারদের এই সৌদিযাত্রার মিছিলে প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন নাম। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে যেকোনো মুহূর্তে যে কাউকেই সৌদি আরবে চুক্তি করতে দেখা যেতে পারে।

সৌদি প্রো লিগের এমন রমরমা সময়ে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ছে ইউরোপীয় লিগগুলোতে। রিয়াদ মাহরেজ, ইয়াসিন বুনুর মতো অনেক খেলোয়াড়কেই তাঁদের ক্লাব ছাড়তে চায়নি। কিন্তু সৌদি ক্লাবগুলোর পক্ষ থেকে আসা বিপুল অঙ্কের দলবদল ফি ও বেতনের প্রস্তাব এড়ানো যায়নি।

ইউরোপীয় ক্লাবগুলোর দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে মূলত দলবদল বাজার দীর্ঘায়িত হওয়ায়। প্রিমিয়ার লিগসহ ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় লিগগুলোর দলবদল জানালা বন্ধ হয়ে যাবে ১ সেপ্টেম্বর। কিন্তু সৌদি প্রো লিগের দলবদল চলবে আরও কিছুদিন। অর্থাৎ ১ সেপ্টেম্বরের পর সৌদি আরবের দলগুলো খেলোয়াড় কিনতে পারলেও ইউরোপের দলগুলো সেটা পারবে না।

আর ওই সময় বড় অঙ্কের অর্থের টানে কেউ ইউরোপে চলে গেলে ওই খেলোয়াড়ের শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব হবে না। সৌদি আরবের দলগুলো যেভাবে একের পর এক খেলোয়াড় কিনে চলেছে, ১ সেপ্টেম্বরের পর সেটা চলমান থাকলে ইউরোপের ক্লাবগুলো বিপদে পড়বে বলে এরই মধ্যে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। এ বিষয়ে ফিফা ও উয়েফাকে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোতে গ্রীষ্মকালীন দলবদল শুরু হয়েছে ১ জুলাই। একই সময়ে দলবদল পর্ব শুরু করেছে সৌদি আরবও। তবে প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগার মতো শীর্ষস্থানীয় লিগগুলোয় ১ সেপ্টেম্বরের পর দলবদল প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরে দলগুলো আর কোনো খেলোয়াড় দলে ভেড়াতে পারবে না, যদিও বিক্রি করে দেওয়া উন্মুক্ত থাকবে। সৌদি প্রো লিগের দলগুলো খেলোয়াড় কিনতে পারবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অর্থ্যাৎ ইউরোপের চেয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় খেলোয়াড় কেনার সুযোগ পাচ্ছে তারা।

সৌদি আরবের এই লম্বা ট্রান্সফার উইন্ডো নিয়ে এ মাসের শুরুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন লিভারপুল কোচ। তিনি বলেছিলেন, 'সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো, সৌদি আরবে দলবদলের উইন্ডো তিন সপ্তাহ বেশি খোলা থাকবে। আমি যা শুনেছি, তা যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে অন্তত ইউরোপের জন্য এটি সহায়ক নয়। উয়েফা বা ফিফাকে অবশ্যই এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। তবে এই মুহূর্তে আমার ঠিক জানা নেই যে শেষ পর্যন্ত কী হবে।' ফিফা বিধি অনুযায়ী, ক্লাব ফুটবলের খেলোয়াড় নিবন্ধন বা দলবদল পর্ব কবে শুরু হবে আর কবে শেষ হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট দেশের ফুটবল কর্তৃপক্ষ। তবে এ জন্য নির্দিষ্ট কিছু ধারা মানতে হবে। প্রথমত, দুটি মৌসুমের মাঝে যে দলবদল পর্ব (সাধারণত গ্রীষ্মকালীন), সেটির ব্যাপ্তি ১২ সপ্তাহের বেশি হতে পারবে না। আর এক মৌসুমের মাঝে যে দলবদল (সাধারণত শীতকালীন), সেটি হবে ৪ সপ্তাহের ভেতর সীমাবদ্ধ। কোন পর্বে খেলোয়াড় নিবন্ধনে কত সময় নেওয়া হবে, সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনকে সেটা ১২ মাস আগেই ফিফাকে জানাতে হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফিফা বিশেষ অনুমতি দিলে এর অন্যথাও হয়।

ইউরোপের লিগগুলো আগে থেকেই জুলাই আগস্টের মধ্যে দলবদল সেরে ফেলতে অভ্যস্ত। ৩১ আগস্ট বা ১ সেপ্টেম্বরের পর শীর্ষ লিগগুলোর কারোরই দরজা খোলা রাখা হয় না। তবে সৌদি আরবের লক্ষ্য যেহেতু বিপুলসংখ্যক খেলোয়াড় আকৃষ্ট করা, দলবদলের জন্য বরাদ্দ থাকা প্রায় পুরোটা সময়ই তারা কাজে লাগাতে চায়। যে কারণে ১ জুলাই শুরু হওয়া দলবদল চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

মায়ামিতে সেসি পান ৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার, সতীর্থরা কত

প্যারিস ঃ ইন্টার মায়ামিতে সবচেয়ে বেশি আয় করেন কে? উত্তরটা যে লিওনেল মেসিই হবে, সেটা মুখস্থ বলে দেওয়া যায়। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) এই দলে মৌসুমপ্রতি ৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার পারিশ্রমিক পাবেন মেসি। মেসি প্রত্যাশিতভাবেই সর্বোচ্চ বেতন পান। প্রশ্ন হচ্ছে, মায়ামিতে সবচেয়ে কম বেতন পান কে? মেসির সতীর্থরাইবা কেমন আয় করেন! ইন্টার মায়ামি দূরে থাক, বেতনে এমএলএসের কোনো খেলোয়াড় মেসির ধারেকাছে নেই। তবে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস বলছে, বেতনের দিক থেকে সামগ্রিকভাবে মেসির অবস্থান ৬ নম্বরে। ২০ কোটি ডলার নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছেন রোনালদো। অন্যদের মধ্যে মেসির ওপরে আছেন করিম বেনজেমা, নেইমার, এনগোলো কান্তে ও কিলিয়ান এমবাপ্পে।

মেসি মায়ামিতে যোগ দেওয়ার আগে ক্লাবটিতে সর্বোচ্চ বেতন পাওয়া ফুটবলার ছিলেন জোসেফ মার্তিনেজ। ভেনেজুয়েলার এই ফুটবলার পান ৪০ লাখ ডলার। মেসি এখন মার্তিনেজের চেয়ে ১৩ গুণ বেশি বেতন পাচ্ছেন। অর্থাৎ মেসি যোগ দেওয়ার আগে এমএলএসে সর্বোচ্চ বেতন ছিল যার, তাঁর চেয়ে ৪ কোটি ৬ লাখ ডলার বেশি পান মেসি। আগে এমএলএসে সর্বোচ্চ বার্ষিক আয় ছিল জার্দান শাকিরির। শিকাগো ফায়ারে খেলা সুইজারল্যান্ডের এই ফুটবলার পান ৮০ লাখ ২ হাজার ডলার।

মেসির পর মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলবা। তাঁদের বেতন নিয়েও আছে নানা কৌতূহল। মেসির সঙ্গে খেলার সুযোগের পাশাপাশি এমএলএসের মোটা অঙ্কের বেতনও নিশ্চয় প্রলুব্ধ করেছে তাঁদের।

সর্বোচ্চ বেতন পাওয়ার তালিকায় মেসির পরই বুসকেতসের অবস্থান। এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের আয় বছরে ১ কোটি ডলার। আর আলবা পাবেন বছরে ১৬ লাখ ডলার। মায়ামিতে বছরে সর্বোচ্চ আয় করা ফুটবলারদের তালিকায় মেসি ও বুসকেতসের পরের নাম ৪০ লাখ ডলার আয় করা মার্তিনেজের, এরপরই সর্বোচ্চ আয় আলবার।

সর্বোচ্চ বেতন পাওয়া ফুটবলারদের তালিকায় ৫ নম্বরে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলার ডিআন্দ্রে ইয়েদলিন। ৩০ বছর বয়সী ফুটবলারের আয় ৮ লাখ ২৫ হাজার ডলার। চলতি মৌসুমে মায়ামির হয়ে ২ গোল ৩ অ্যাসিস্ট করা রবার্ট টেলরের আয় ২ লাখ ৭৬ হাজার ডলার। তিনি মায়ামিতে সর্বোচ্চ আয় করা ফুটবলারদের তালিকায় ১৪ নম্বরে।

ইন্টার মায়ামিতে সর্বোচ্চ আয় করা শীর্ষ ১০

খেলোয়াড়	মৌসুমপ্রতি আয়
১. লিওনেল মেসি	৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার
২. সের্হিও বুসকেতস	১ কোটি ডলার
৩. জোসেফ মার্তিনেজ	৪০ লাখ ডলার
৪. জর্দি আলবা	১৬ লাখ ডলার
৫. ডিআন্দ্রে ইয়েদলিন	৮ লাখ ২৫ হাজার ডলার
৬. জিন মোতা	৭ লাখ ৫০ হাজার ডলার
৭. গ্রেগোরি	৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার
৮. কোরেন্তিন জঁ	৭ লাখ ২০ হাজার ডলার
৯. সের্হি ক্রিপ্তসভ	৫ লাখ ৫৫ হাজার ডলার
১০.লিওনার্দো কামপানা	৫ লাখ ৫০ হাজার

মেসির অবশ্য বার্ষিক বেতনের বাইরের আয়ের অন্য খাত আছে। যেটা নেই অন্য ফুটবলারদের। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছিল, অ্যাপল ও অ্যাডিডাস থেকেও আয় করবেন মেসি। দুটি প্রতিষ্ঠান মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। এমএলএসের ম্যাচগুলো দেখায় যায় অ্যাপল টিভি প্লাসে। নতুন সাবস্ক্রাইবারদের ম্যাচ দেখিয়ে যে আয় হবে, সেখান থেকে একটি অংশ মেসি পাবেন বলে জানা গেছে। প্রায় ১০ বছরের জন্য আড়াই বিলিয়ন ডলারের চুক্তি রয়েছে অ্যাপল ও এমএলএসের।

কানাডায় ভয়াবহ দাবানল, শহর ছাড়তে মরিয়া শত শত মানুষ

ইয়েলোনাইফ (ওয়েবডেস্ক)ঃ দাবানল দ্রুত কানাডার উত্তরাঞ্চলীয় শহরের দিকে আসতে থাকায় কানাডার ইয়েলোনাইফ শহরের ক্ষুব্ধ অধিবাসীরা উদ্ধারকারী উড়োজাহাজে আরোহণ করতে পারেনি।

বৃহস্পতিবার যারা দীর্ঘ সময় ধরে বিমানে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাদের কর্মকর্তারা আবারো শুক্র বা শনিবার চেষ্টা করতে বলেছেন। একই সাথে দেশটির বড় দুটি এয়ারলাইন্সও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে ভাড়া ও টিকেট পরিবর্তন ফি বাড়িয়ে দেয়ার কারণে।

বৃহস্পতিবার নাগাদ দাবানলের অবস্থান ছিলো ইয়েলোনাইফের পনের কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে। শনিবার নাগাদ এই আগুন শহরের কাছাকাছি চলে আসতে পারে। পুরো উত্তরপশ্চিম ভূখণ্ডে অন্তত ২৪০টি দাবানল তৈরি হয়েছে এবং এটি তার একটি। এ কারণে মঙ্গলবার সেখানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

ওই অঞ্চলটি অনেক বড় ও ঘনবসতিপূর্ণ। ইয়েলোনাইফে প্রায় বিশ হাজার মানুষ বসবাস করে।এদের সবাইকে শুক্রবার সকালের মধ্যে শহর ছাড়তে বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার উদ্ধারকারী বিমানে ওঠার জন্য যেখানে নাম রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছিল সেখানে দেখা গেছে দীর্ঘ লাইন। স্থানীয় একটি স্কুলের বাইরে এ কার্যক্রম চলছিল।

হালকা বৃষ্টির মধ্যেই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা লোকজনকে সহায়তা করছিলেন ও তাদের হাতে খাবার ও পানি তুলে দিয়েছেন। তবে স্থানীয় সময় দুপুরের মধ্যে সরকারের কমিউনিকেশন বিভাগের ডিরেক্টর অ্যামি কেনেডি জানান ৪শর বেশি মানুষ শহর ছাড়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

আমরা বুঝতে পারছি কয়েক ঘণ্টা ধরে যারা লাইনে অপেক্ষমাণ আছে এবং যাদের কাল আবার লাইনে দাঁড়াতে হবে, তাদের জন্য বিষয়টি হতাশার, মিস কেনেডি লিখেছেন।

তিনি জানান যারা হাঁটতে অক্ষম ও প্রতিবন্ধী তাদের অপেক্ষমাণ লাইন থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

ওদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক ব্রিফিংয়ে স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন শুক্রবার ২২টি ফ্লাইটে করে লোকজনকে সরিয়ে নেয়া হবে এবং তাতে ১৮শ মানুষ সুযোগ পাবে।

তাদের মতে অন্তত ৫ হাজার মানুষকে বিমানে করে ইয়েলোনাইফ থেকে সরিয়ে নেয়ার দরকার হবে।

তবে স্থানীয় বাসিন্দারা এয়ার কানাডা ও ওয়েস্টজেট বিমান সংস্থার সমালোচনা করছে এর মধ্যে ভাড়া বাড়িয়ে দেয়ার অভিযোগে।

তবে এয়ার কানাডার মুখপাত্র সিবিসি নিউজকে বলেছেন, সরাসরি পরিচালিত ফ্লাইটগুলোর ভাড়া নির্ধারিত আছে এবং শহরটিতে এই বিমান সংস্থাটি তাদের কার্যক্রম দ্বিগুণ করেছে।

কিন্তু 'আগুনের কারণে বিমান উড্ডয়নের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে' এবং সে কারণে শনিবারের কিছু ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

ওয়েস্টজেট বলছে, ভাড়া বাড়ানো ঠেকাতে তারা দাম সমন্বয় করছে। একই সাথে আগামী পাঁচদিন যারা ইয়েলোনাইফ শহর থেকে যাত্রা করবে তাদের রিশিডিউল ফি বাতিল করছে।

অন্য বিমান সংস্থাগুলোকেও শহর ছাড়তে আগ্রহী লোকজনকে সহায়তা করতে বলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, শহরের মেয়রের সাথে পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যোগাযোগ রাখছেন।

এখনও সামনের দিনগুলোতে যথাযথ সহযোগিতা দেয়ার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের বিষয়টি আমি পুনর্ব্যক্ত করছি, সামাজিক মাধ্যম 'এক্স' এ লিখেছেন তিনি।

প্রায় ৪৬ হাজার মানুষ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করে। ওই অঞ্চলের ইতিহাসে বিমান নির্ভর উদ্ধারের ঘটনা এটি সবচেয়ে বড়। ফোর্ট স্মিথ, হ্যা রিভার, এন্টারপ্রাইজ ও জিন ম্যারি রিভার কমিউনিটিগুলো এভাকুয়েশন আদেশের আওতায় আছে।

হ্যা রিভারের ১৩০ কিলোমিটার দুরে কাকিসা কমিউনিটি আছে যেখানে ৪০ জনের মতো ব্যক্তি আছে সেটিও এই আদেশের আওতায় পড়েছে। কানাডা এবার সবচেয়ে মারাত্মক দাবানল মৌসুম পার করছে। দেশজুড়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ১১শ দাবানল সক্রিয় আছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ার ঝুঁকি বেড়েছে যা দাবানল বাড়িয়ে তুলছে।

সাঈদীর মৃত্যুর পর সারাদেশে ৭ হাজার জনের বিরুদ্ধে মামলা

শাহাবাগ (ওয়েবডেস্ক)ঃ মানবতা বিরোধী অপরাধে দণ্ডিত ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুর পর তার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠান ও এর জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনায় এ পর্যন্ত ঢাকা ও কক্সবাজারে সাত হাজারের বেশি মানুষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ বলছে, এসব মামলায় পুলিশের উপর হামলা, সরকারি কাজে বাধা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের মতো অভিযোগ আনা হয়েছে। ঢাকায় একটি মামলায় ১৬ জনকে গ্রেফতারের কথা জানিয়েছে পুলিশ।

জামায়াতে ইসলামির মুখপাত্র মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, সারা দেশে তাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অন্তত ৫০৬০টি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আর প্রায় ২৫৫ জনের মতো নেতাকর্মীকে বিভিন্ন জেলায় আটক করা হয়েছে।

গত ১৪ই অগাস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মারা যান দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রোববার তাকে এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

মৃত্যুর পর তার মরদেহ ঢাকা থেকে পিরোজপুরে নেয়াকে কেন্দ্র করে শাহবাগ এলাকায় পুলিশের সাথে তার সমর্থকদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এরপরের দিন চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারেও সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের রমনা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, পুলিশের গাড়ি পোড়ানো, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও ককটেল ফোটানোর অভিযোগে সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার মানুষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে মাসুদ সাঈদীসহ চার জনের নাম উল্লেখ করে বাকিদের অজ্ঞাতনামা আসামী করা হয়েছে।

মি. হোসেন বলেন, সাঈদী সাহেবের ছেলে যারা অঙ্গীকার দিয়ে পরে আলটিমেটলি তাদের শিবির নেতাকর্মীদের উত্তেজিত করে ফেলছে। মানে অঙ্গীকার রক্ষার পরিবর্তে তারা আরো তাদেরকে খেপিয়ে তুলেছিল।

এ মামলায় এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। যাচাইবাছাইয়ের পর আসামীদের ধরতে অভিযান চালানো হবে বলেও জানিয়েছেন মি. হোসেন।

সোমবার ভোররাতে পুলিশের লাশ বাহী গাড়িতে করে মি. সাঈদীর মরদেহ বের করে নেয়ার সময় জামায়াত সমর্থকরা গাড়ি আটকালে পুলিশের সাথে সমর্থকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সোমবার ভোর তিনটার সময় মি. সাঈদীর লাশ বাহী গাড়ি হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে উপস্থিত থাকা সমর্থকরা বাধা দেন। পরে পুলিশ হাসপাতালের বাইরে থেকে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে টিয়ারগ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়ে জামায়াত সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ভোর ৬টার দিকে পুলিশি পাহারায় পিরোজপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মরদেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সটি।

এ ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর মুখপাত্র মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, আল্লামা সাঈদীর ইন্তেকালের পর ঢাকার শাহাবাগে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এখানে একটি মামলা হয়েছে এই মামলায় চার জনের নামসহ ৫০০০ জনকে আসামী করা হয়েছে।

এদিকে মি. সাঈদীর মৃত্যুর ঘটনায় ১৫ই অগাস্ট মঙ্গলবার বায়তুল মোকাররম মসজিদের ভেতরে বিক্ষোভ করে বলে খবর পাওয়া যায়।

পরে তারা মসজিদ থেকে বেরিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়ে বলে জানায় পুলিশ। এ ঘটনায় অন্তত এক থেকে দেড়শ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

পল্টন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালাউদ্দিন মিয়া বলেন, পুলিশের উপর হামলা, মারধর, ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও সরকারি কাজে বাধা প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এই মামলায় এখনো পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা এখন কারাগারে রয়েছেন। কেউ এখনো জামিনে মুক্তি পাননি।

দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর মৃত্যুর পর কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলায় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে এক জনের মৃত্যুর খবর জানা গেছে।

১৬ই অগাস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত

দাবি করে যে, ১৫ই অগাস্ট পুলিশের গুলিতে চকোরিয়ায় ফোরকান উদ্দিন নামে একজন নিহত ও বেশ কয়েক জন আহত হয়েছে।

এছাড়া পুলিশের সাথে সংঘর্ষে চট্টগ্রামে ২০ জন আহত হয়েছে বলেও জামায়াতের সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলার পুলিশ সুপার মাহফুজুল ইসলাম সংঘর্ষের ঘটনায় একজন নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন। তবে তিনি কিভাবে নিহত হয়েছে, ময়না তদন্তের আগে তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, সংঘর্ষের সময় পুলিশ বন্দুক বা এ ধরণের কোন অস্ত্র ব্যবহার করেনি।

পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। সেখানে তিনি অভিযোগ করেছেন যে, তার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তবে এই মামলায় কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। এখনো পর্যন্ত এই মামলায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

তার স্ত্রী মামলায় উল্লেখ করেছেন যে, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তার স্বামী পরে থাকার পরে ওখানকার স্থানীয় কিছু লোকজন, উপস্থিত কিছু লোকজন তারা তার স্বামীকে হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে ডাক্তার তার স্বামীকে মৃত ঘোষণা করে। এদিকে, পুলিশের সাথে মি. সাঈদীর সমর্থকদের সংঘর্ষের ঘটনায় আলাদা আরেকটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। সেখানে অন্তত ২২০০ জনকে আসামী করা হয়েছে বলে জানানো হয়। এরমধ্যে ৭৪ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, অরাজকতা, নাশকতা, অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ এবং গাড়ি ভাঙচুরসহ সরকারি সম্পদ নষ্ট করেছে তারা। একই সাথে সরকারি কাজে বাধা, পুলিশের উপর হামলা চালিয়ে তাদের আহত করা হয়েছে।

সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে পুলিশ সুপার মাহফুজুল ইসলাম বলেন, মি. সাঈদীর মৃত্যুর পর গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রশাসনের অনুমতি না থাকার পরও তার সমর্থকরা বিভিন্ন জায়গায় গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত করেছে।

চকোরিয়ার বাস স্ট্যান্ডের কাছে চিরিঙ্গা নামে একটি স্থানে দুই দফা গায়েবানা জানাজা পরার পর ওই এলাকা দিয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসন ও থানা স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা একটি কাজ শেষে ফিরে আসার সময় পুলিশের উপর মারমুখী হয়ে উঠে উপস্থিত লোকজন। তারা সেসময় পুলিশের উপরে ইটপাটকেল ছোঁড়ে এবং থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গাড়িটিতে ভাংচুর করে। ভাংচুর করা হয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গাড়িতেও। সেসময় কয়েক জন পুলিশ আহত হয়। এর প্রেক্ষিতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে 'বাঁশি বাজিয়ে' এবং 'ধাওয়া দিয়ে' তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি যে, কয়েক জন ইনজুরড ব্যক্তিকে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়েছে যাদের মধ্যে একজন ব্রট ডেড। সে ইনজুরড হওয়ার কারণেই হতে পারে।

জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর মৃত্যুর আগে অসুস্থ থাকা অবস্থায় তাকে চিকিৎসা সেবা দানকারী একজন চিকিৎসককে হত্যার হুমকি দেয়ার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করার কথা জানিয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নর‍্যাব। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব জানায়, মি. সাঈদীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া চিকিৎসক এস. এম. মোস্তফা জামানকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইউটিউবে বিভিন্ন আইডি থেকে অপপ্রচার ও তার প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় রাজধানীর ধানমন্ডি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন ওই চিকিৎসক।

এর ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহের মহেশপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। র‍্যাব দাবি করেছে যে, গ্রেফতারকৃত ওই ব্যক্তি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের একজন সক্রিয় সদস্য।

টুকরো খবর

পাকিস্তানে খ্রিস্টানদের গির্জা এবং বাড়িতে হামলা, ১২৯ জন মুসলমান গ্রেফতার

ফয়সালাবাদ ঃ পূর্ব পাকিস্তানের একটি এলাকা থেকে রাতভর অভিযানে পুলিশ ১০০ জনের বেশি মুসলমানকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই এলাকায় এখন খ্রিস্টান ব্যক্তির দ্বারা কুরআনের কথিত অবমাননার অভিযোগে ক্ষুব্ধ মুসলিম জনতা গির্জা এবং সংখ্যালঘু খ্রিস্টানদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। এই ঘটনা কর্তৃপক্ষকে শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য সেনা মোতায়েনের জন্য প্ররোচিত করেছিল। বৃহস্পতিবার কর্মকর্তারা একথা জানান। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে দেশের সবচেয়ে মারাত্মক হামলার পর ফয়সালাবাদ জেলার জরানওয়ালা শহরের একটি আবাসিক এলাকায় বসবাসকারী খ্রিস্টানরা তাদের পরিবারসহ দ্রুত নিরাপদ স্থানে চলে যায়। তাই হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বুধবার স্থানীয় একজন যাজক খালিদ মুখতার এপিকে বলেন, এলাকায় বসবাসকারী বেশিরভাগ খ্রিস্টান নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গেছে। তিনি বলেন, এমনকি আমার বাড়িও পুড়িয়ে দেয়া হয়। তার ধারণা, জরানওয়ালার ১৭টি গির্জার অধিকাংশেই হামলা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এই সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দেশটির ব্লাসফেমি আইন বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছে। দেশটির ব্লাসফেমি আইনের অধীনে, যে কেউ ইসলাম বা ইসলাম ধর্মের ব্যক্তিত্বদের অবমাননার জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। যদিও কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত ব্লাসফেমির জন্য

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেনি, প্রায়শই শুধুমাত্র ব্লাসফেমির অভিযোগই দাঙ্গা সৃষ্টি করতে পারে এবং জনতাকে সহিংসতা এবং হত্যার জন্য উস্কে দিতে পারে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বলছে, পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভীতি প্রদর্শন এবং ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রায়শই ব্লাসফেমির অভিযোগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কোরান পোড়ানোর পর সুইডেনে সন্ত্রাসী হামলার হুমকি বাড়ছে

স্টকহোম ঃ সম্প্রতি এইস্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশটিতে মুষ্টিমেয় ইসলামবিরোধী সক্রিয়বাদীরা প্রকাশ্যে যে কোরান অবমাননারঘটনা ঘটিয়েছে তার পরসুইডেনে সন্ত্রাসবাদের সতর্কতার মাত্রা এক ধাপ বাড়িয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। এই ঘটনায় মুসিলম দেশগুলোতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এক ইরাকি শরণার্থী প্রকাশ্যে কয়েকটি কোরান পোড়ানোর ঘটনার পর সুইডেন সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বিদেশে তাদের নাগরিক এবং ঐ দেশটির সাথে সম্পর্কিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত তথ্যের প্রতি মনোযোগীএবং সচেতন থাকতেবলেছে। এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদেশটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সেবা এসএপিও জানিয়েছে, সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এবং সুইডেনে সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকির মাত্রা এখন ৪ বা তার থেকেও উপরে (অর্থাৎ)পাঁচ মাত্রার স্কেলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে, যা ২০১৬ সালের পর এই প্রথম। এসএপিও সংস্থার প্রধানশার্লট ভন এসেন বলেন,আমরা একটি অবনতিশীল পরিস্থিতির মাঝে রয়েছি এবং এই হুমকি দীর্ঘদিন ধরেই থাকবে। তিনি আরও বলেন যে সহিংস ইসলামপন্থিদের মধ্যকার লোকজেনর তরফ থেকে হামলার হুমকি এ বছর বৃদ্ধি পেয়েছ। সুইডেনের জনগণকে 'স্বাভাবিকভাবে'জীবনযাপন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে ভন এসেন জোর দিয়ে বলেন, এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, যার কারণে সতর্কতা বাড়ানো হয়নি। এ বছরের শুরুতে ডেনমার্কের এক কট্টর ডানপন্থী সক্রিয়বাদীস্টকহোমে তুরস্ক দূতাবাসের বাইরে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরানের একটি কপি পুড়িয়ে দেয়। ওদিকে ইস্তাম্বুলে সুইডিশ কনস্যুলেটের বাইরে প্রায় ২৫০ জন লোক জড়ো হয়ে ড্যানিশসুইডিশ ইসলাম বিরোধী কর্মী রাসমাস পালুদানের একটি ছবিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ডেনমার্কের জাতীয় পুলিশ বুধবার জানিয়েছে যে অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা পিইটি'র 'সুপারিশে'ডেনমার্কের অভ্যন্তরীণ সীমান্তে সাময়িকভাবে জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রযোজন। সুইডেনসীমান্ত নিয়ন্ত্রণ এবংসীমান্ত পারাপারের স্থানে পরিচয়পত্র পরীক্ষাওজোরদার করেছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

এজেন্ট ব্যাংকে রাখা ইতালি প্রবাসী স্বামীর ২২ লাখ টাকা হারালেন শারমীন আক্তার

ঢাকা ঃ নারায়ণগঞ্জের সানারপাড়ে ইসলামী ব্যাংকের একটি এজেন্ট ব্যাংক আউটলেটের সামনে জটলা পাকিয়ে অবস্থান করছিলেন জনাদশেক গ্রাহক। তারা সকলেই সানারপাড়ে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্টের কাছে টাকা জমা রেখেছিলেন। সপ্তাহখানেক আগে তারা জানতে পারেন, এজেন্ট ব্যাংকের ইনচার্জ গ্রাহকের জমা রাখা টাকা নিয়ে পালিয়েছেন। যারা প্রতারণার অভিযোগ করছেন, তাদেরই একজন শারমীন আক্তার। ইতালি প্রবাসী স্বামীর ২২ লাখ টাকা জমা রেখে পুরোটাই খুইয়েছেন তিনি। টাকা জমার বিপরীতে যে কাগজ পেয়েছেন তার সবটাই জাল। শারমীন বলছেন, তিনি কয়েকমাস আগে এজেন্টের কাছে একাউন্ট খুলেছিলেন। তারপর ১৫ লাখ টাকা টার্ম ডিপোজিট করেন। এজেন্ট আমাকে ডিপোজিটের একটা রিসিট দেয়। তখন তো জানতাম না যে এটা নকল। এখন শুনলাম যে এটা নকল। আমার মতো আরো অনেকেই নকল কাগজ দিয়ে টাকা নিজের পকেটে নিয়ে গেছে। শারমীনের দাবি, ১৫ লাখ টাকার বাইরে তার একাউন্টে প্রবাসী স্বামীর পাঠানো সাত লাখ টাকা ছিল, সেখান থেকেও এজেন্ট আউটলেটের ইনচার্জ কৌশলে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে টাকা তুলে নিয়েছে।

ভারতের জাতীয় সংগীতের সুরকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে কেন?

কলকাতা ঃ ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৫ই অগাস্ট থেকে গত দুতিন ধরে নানা সামাজিক মাধ্যমে এবং মেসেজিং অ্যাপে কিছু মেসেজ ছড়ানো হচ্ছে, যাতে দেশটির জাতীয় সংগীত 'জন গণ মন'-এর সুরকার নিয়ে ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক - যারা দেশটির জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীতের মতো প্রতীকের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বে রয়েছে, তাদের ওয়েবসাইটে এ নিয়ে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ও সংগীত আরোপিত 'জন গণ মন' নামে পরিচিত গানটির প্রথম স্তবকটিই জাতীয় সঙ্গীত।

রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা একাধিক প্রমাণ দিয়ে বলছেন, 'জন গণ মন' এর সুর রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এবং বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। এর স্বপক্ষে একাধিক প্রমাণ খুঁজে বের করেছে।

সম্প্রতি যেসব বিভ্রান্তিমূলক এবং ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে, তার ভিত্তি হচ্ছে সুভাষ চন্দ্র বসুর সহযোগী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রাম সিং ঠাকুরির একটি পুরণো দাবি। তার দাবি হচ্ছে, বর্তমানে যে সুরে জনগণমন গাওয়া হয়, সেটি তাঁর করা সুর।

মি. ঠাকুরি একটি বিখ্যাত গান, যা আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং পরবর্তীতে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অন্যতম মার্চিং সং হিসাবে বাজানো হয়, সেই 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'-এর রচয়িতা এবং সুরকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুর দেওয়া 'জন গণ মন' ক্যাপ্টেন রাম সিং ঠাকুরির সুরারোপিত গান বলে চালানোর প্রচেষ্টার পিছনে হিন্দুত্ববাদীদের হাত আছে কী না, সেটাও একটা খতিয়ে দেখার বিষয় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ।

এই প্রতিবেদকের কাছে স্বাধীনতা দিবসের সকালে একটি হিন্দি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ছবি আসে হোয়াটসঅ্যাপ-এর মাধ্যমে। । প্রথম লাইনটা পড়েই চমকে উঠতে হয়। সেখানে দাবি করা হয়েছিল, স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন' এর রচয়িতা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ টেগোর (প্রতিবেদনটি ভাষা অপরিবর্তিত রাখা হল) -এর নামের সঙ্গে তো সবাই পরিচিত, কিন্তু এই জাতীয় সংগীতের অমর সুরের স্রষ্টা ঠাকুর রাম সিং-এর নাম ইতিহাসের পাতা থেকে কোথাও হারিয়ে গেছে।

পরবর্তী দুই-তিন দিনে কলকাতার বিভিন্ন মহলে আরও বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে জানা গেল, তারাও এধরনের কয়েকটি পোস্ট এবং মেসেজ পেয়েছেন, যার কোনোটিতে ক্যাপ্টেন রাম সিং ঠাকুরিকে জাতীয় সংগীতের সুরকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা 'শুভ সুখ চৈন বরখা বর্সে' শীর্ষক আজাদ হিন্দ বাহিনীর একটি গানের পুরনো রেকর্ডিংকে 'মূল জাতীয় সংগীতের বিরল অডিও' বলে লেখা হয়েছে। গানের রেকর্ডিংয়ের সঙ্গে বাংলায় কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে।

'মূল জাতীয় সংগীতের বিরল অডিও' বলে উল্লেখ করা ওই রেকর্ডিংসহ মেসেজটি এসেছিল কলকাতার সিনিয়র সাংবাদিক বিশ্বজিত ভট্টাচার্যের কাছে।

তিনি বলছিলেন, আমার কাছে এক বন্ধু ওই মেসেজটি ফরোয়ার্ড করেছিলেন, তিনি আবার সেটা পেয়েছেন অন্য কারও কাছ থেকে। এই গানটা যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর জাতীয় সংগীত ছিল সেটাও যেমন জানা ছিল, তেমনই লেফটেন্যান্ট কর্নেল লক্ষ্মী সায়গলের গাওয়া এই রেকর্ডিংটা আমি আগেও শুনেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য হলাম সেটিকে মূল জাতীয় সংগীতের বিরল অডিও - এই কথাগুলো পড়ে।

তখনই মনে হয় যে ভারতের জাতীয় সংগীত 'জন গণ মন'-এর বদলে তথ্য বিকৃতি করে 'শুভ সুখ চৈন বরখা বর্সে' কে কেন জাতীয় সংগীত বলা হচ্ছে? নিশ্চিতই কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে এটা, বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে ইন্টারনেটে খোঁজ শুরু করে । পাওয়া যায় বহু ইউটিউব লিঙ্ক এবং পত্র পত্রিকার প্রতিবেদন, যেখানে জাতীয় সংগীতের সুরকার হিসাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাপ্টেন রাম সিং ঠাকুরির নাম এসেছে। সাদা-কালো ভিডিওতে ধারণ করা একাধিক ইউটিউব লিঙ্ক আছে, যেখানে মি. ঠাকুরি নিজেও 'শুভ সুখ চৈন বরখা বর্সে'র সুর দেওয়ার দাবি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সুরে 'জন গণ মন'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায় ধারণ করা অন্তত দুটি রেকর্ড খুঁজে বার করেছে, যেখানে 'জনগণমন' গাওয়া হয়েছে। তার একটিতে আবার বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জীর 'বন্দে মাতরম' গানটির একটি অপ্রচলিত সংস্করণও রয়েছে। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত এই দুটি রেকর্ডের একটি ১৯৩৪-এ আর দ্বিতীয়টি ১৯৩৭ সালে ধারণ করা হয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানটি লিখেছিলেন অনেক আগে, ১৯১১ সালে।

প্রথম যে রেকর্ডটি ধারণ করা হয় ১৯৩৪ সালে, হিন্দুস্তান রেকর্ড প্রকাশিত সেই রেকর্ডের সংখ্যা এইএসবি ২৬২। ইউটিউবে গ্রামোফোনেটিক্স নামে একটি ইউটিউব চ্যানেলে সেটি পাওয়া যায়।

এখানে গানটি বৃন্দগান হিসাবে গাওয়া হয়েছিল, শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অমলা দত্ত, নন্দিতা দেবী, সুধীন দত্ত এবং শান্তি ঘোষ। সম্ভবত এই শান্তি ঘোষ হলেন রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশারদ শান্তিদেব ঘোষ, যিনি বিশ্বভারতীর ছাত্র হিসাবে সরাসরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গান শিখেছিলেন। তিনি কোনও রবীন্দ্র সংগীত তার গুরুদেবের অনুমোদিত নয়, এমন সুরে গাইবেন, তা একপ্রকার অসম্ভব।

দ্বিতীয় যে রেকর্ডটি পাওয়া যায় ১৯৩৭ সালের, সেটিও ওই গ্রামোফোনেটিক্স ইউটিউব চ্যানেলেই পাওয়া যায়। এখানেও একই সুরে গাওয়া হয়েছে জন গণ মন'।

এই গানটির ওপরে ছবি হিসাবে হিন্দুস্তান রেকর্ডের একটি বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে তাদের 'ডিসেম্বর মাসের নতুন রেকর্ডে'র তালিকা ছাপানো রয়েছে। এইচ ৫৭০ নম্বর রেকর্ডের এক পিঠে ছিল বন্দেমাতরম ও অন্য পিঠে জন গন মন অধিনায়ক।

এই এলপি রেকর্ডের ছবি বিবিসিকে পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় সব গানের রেকর্ড যার সংগ্রহে আছে, সেই সংগ্রাহক মানস মুখোপাধ্যায়। ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে 'বন্দে মাতরম'-এর সেই সংস্করণটি শিল্পীদের স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিখিয়েছিলেন।

এ থেকে বোঝাই যায়, যে রেকর্ডের প্রয়োজনায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুক্ত, সেই রেকর্ডেরই এক পিঠে 'জনগণমন' যে সুরে গাওয়া হয়েছে, সেটি তিনি নিজে শুনেছিলেন এবং অনুমোদনও দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, লেখক রাম কুমার মুখোপাধ্যায় বলছিলেন যে 'জন গণ মন'র সুর যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া, তা নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই।

'জনগণমন' গানটি ১৩১৮ বঙ্গাব্দে রচিত। ১৯১১ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে গাওয়া হয় সেটি। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গানের সুর যে গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে, সেই স্বরবিতানের ১৬ নম্বর খণ্ডের ১৮০ পাতায় রয়েছে। প্রথমে গানের কথা আর পরের পাতায় গানের স্বরলিপি রয়েছে, বলছিলেন মি. মুখোপাধ্যায়।

মি. মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্র জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করলেন, কলিকাতার এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের সদ্যরচিত গান 'জনগণমন' সরলাদেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে গীত হইল।

আবার গীতবিতানের যে অনলাইন সংগ্রহ রয়েছে, সেখানে 'জন গণ মন' সম্বন্ধে লেখা হয়েছে কংগ্রেসের অধিবেশনে ২৭ ডিসেম্বর গানটি প্রথম গাওয়া হয়। অনুষ্ঠানের আগে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে শিল্পীরা একটি মহড়াও দেন হ্যারিসন রোডে প্রখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকারের বাড়িতে। এই গানের সম্বন্ধে পরের দিন 'দ্য বেঙ্গলি' সংবাদপত্রে খবর বেরয়, সঙ্গে গানটি আর তার অনুবাদও ছাপা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুন গানের কথা এবং সুর ছাপার চল ছিল তখনকার পত্রপত্রিকায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'জন গণ মন' অবশ্য ব্রহ্ম সঙ্গীত হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেবছরে ব্রাহ্মদের উৎসব 'মাঘোৎসব'-এ গানটি গাওয়া হয়েছিল।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞরা বলেন, তার নিজের গানের সুর নিয়ে খুব কড়াকড়ি করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তার জীবদ্দশায় যে সুরে 'জন গণ মন' গাওয়া হয়েছে অন্তত দুটি রেকর্ডে, কংগ্রেস অধিবেশনে, মাঘোৎসবে এবং তিনি নিজেও রাশিয়ায় গিয়ে 'পাইওনিয়ার্স কমিউনে' জনগণমন গেয়ে এসেছেন, সেই সুরটিই যে সবথেকে প্রামাণিক, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ভারত সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এবং সুরারোপিত গানটিকেই যে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করেছে, সেই তথ্য ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে একাধিকবার উল্লেখ করা রয়েছে।

তাই অন্য কেউ জাতীয় সংগীতের সুরকার বলে দাবি করলে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকে কী না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

তবে রাম সিং ঠাকুরি তো নিজেই একজন জাতীয় নায়কের মর্যাদা পেয়েছেন তার নিজস্ব গান 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'-এর কথা এবং সুরের জন্য। তাহলে কেন তাকে জাতীয় সংগীতের সুরকার বলে তুলে ধরার চেষ্টা কেন করা হচ্ছে কোনও কোনও মহল থেকে?

হিন্দুত্ববাদের গবেষক ও সাংবাদিক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য বলছেন, গত বেশ কিছু বছর ধরে এক অংশের হিন্দিভাষী লেখক এই দাবি করে চলেছেন আর মূলত হিন্দিভাষী গণমাধ্যমও তথ্য যাচাই না করেই তাঁদের দাবি প্রকাশ করে চলেছে।

২০২১-এ এই দাবি নিয়ে প্রকাশিত রাজেন্দ্র রাজনের বই সে রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করেন এবং ২০২২-এ দূরদর্শন হিমাচল তাঁকে নিয়ে তাদের বাগধারা অনুষ্ঠানের একটি এপিসোডও প্রচার করে। সেখানেও একই দাবি রাখা হয়।

রাম সিং ঠাকুরি হিমাচলের বাসিন্দা হলেও গোর্খা ছিলেন। ভারতীয় গোর্খাদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে বিশেষ গর্ব আছে। মি. ঠাকুরিকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে গোর্খাদের হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের কাছাকাছি আনতে চাইছে, এরকম সন্দেহ করার কারণ আছে, বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

তার কথায়, হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা বরাবরই জনগণমন-এর বদলে বন্দে মাতরমকে জাতীয় সংগীত হিসাবে দেখতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে এই গান পঞ্চম জর্জের উদ্দেশ্যে রচনা করেননি, তার প্রভূত প্রমাণ থাকা স্বত্বেও এই বিষয়টিকে ফিরিয়ে এনে তারা একাধিকবার বন্দেমাতরমকে জাতীয় সংগীত করার দাবি জানিয়েছে। এই গানটির সুর নিয়ে বিতর্কও ঠিক তাঁরাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে চাগিয়ে তুলছেন কী না সেটা যদিও এখনও পরিষ্কার নয়।

তার প্রশ্ন, এটা বলতেই হবে, যে রাম সিং ঠাকুরির যা বাস্তবিক অবদান, তাতে তিনি এমনিতেই একজন জাতীয় নায়ক। কদম কদম বাড়ায়ে যা'র স্রষ্টাকে সম্মান জানানোর জন্য কোনও মিথ্যা প্রচার করার কী দরকার?

'শুভ সুখ চৈন বরখা বর্সে' কাদের জাতীয় সংগীত?

'শুভ সুখ চৈন বরখা বর্সে' আজাদ হিন্দ বাহিনীতে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ এর মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় মাস 'আজাদ ভারতের জাতীয় সংগীত' হিসাবে গাওয়া হত। ভারতের সরকারি টেলিভিশন দূরদর্শনে এ বছর ১৪ই অগাস্ট সকালে প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানে লেখক রাজেন্দ্র রাজন জানিয়েছেন , বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়ার পরে সুভাষ চন্দ্র বসুর মনে হয় যে একটা জাতীয় সংগীত থাকা উচিত। ওই অনুষ্ঠানের যে ভিডিও দূরদর্শনের ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া হয়েছে, সেখানে মি. রাজন বলেছেন, বাহিনী গঠিত হওয়ার পরে একটা কৌমি তারাণা (জাতীয় সঙ্গীত) থাকার দরকার ছিল। সেখানে লেফটেনান্ট কর্নেল লক্ষ্মী সায়গল ছিলেন। তার আসল নাম ছিল লক্ষ্মী স্বামীনাথন, বিয়ের পরে সায়গল পদবী হয় তারা। তিনি বৈঠকে বলেন যে তিনি টেগোরের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের) গানটা শুনেছেন, ওই গানটিকেই জাতীয় সংগীত করা যেতে পারে।

কিন্তু গানটিকে সহজ করার দরকার ছিল, কারণ গানে সংস্কৃত আশ্রিত শব্দ ছিল। সিঙ্গাপুর রেডিওর দুজন স্ক্রিপ্ট রাইটার ছিলেন, মমতাজ হুসেইন আর আবিদ আলি সাফরাণী। তারা গানটিকে সহজতর করেন আর রাম সিংকে দেন সুরারোপ করার জন্য। এক সপ্তাহের মধ্যেই সুর লাগিয়ে ফেলেন তিনি। ২১ অক্টোবর ১৯৪৩ এ সংগীতটি তৈরি হয়ে যায়, যার মুখরাটা ছিল শুভ সুখ চৈন বরখা বর্সে...।

দূরদর্শনের ওই অনুষ্ঠানেই ক্যাপ্টেন রাম সিং ঠাকুরির একটি পুরণো সাদা কালো ভিডিও সাক্ষাতকার দেখানো হয়েছে, যেখানে মি. ঠাকুরি নিজেই বেহালা বাজিয়ে 'শুভ সুখ চৈন বরখা বর্সে' গানটি গেয়েছেন।

ওই সুরটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুরারোপিত 'জন গণ মন' এর সঙ্গে প্রায় এক, তফাৎ শুধু লয়ে।

মি. ঠাকুরি যে সুরে শুভ সুখ চৈন গানটি বাজিয়েছেন আর গেয়েছেন, সেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুর করা 'জন গণ মন'-এর থেকে সামান্য দ্রুত লয়ে এবং এই একটাই ফারাক।

আর বাংলা ও হিন্দি দুটো ভাষাই যারা জানেন, তাদের কাছে এটা বোঝা খুবই সহজ যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন গণ মন'র সহজতর অনুবাদ কখনই 'শুভ সুখ চৈন বরখা বর্সে' নয়। ইতিহাসবিদরা বলছেন সুভাষ চন্দ্র বসু একটু দ্রুত লয়ের কোনও সুর চাইছিলেন, যেটার সঙ্গে সামরিক বাহিনী প্যারেড করতে পারবে।

কিন্তু 'শুভ সুখ চৈন' আজাদ হিন্দ বাহিনীর 'জাতীয় সংগীত' হিসাবে গৃহীত হওয়ার কয়েক মাস পরে তিনি নিজেই 'জন গণ মন'-কে ফিরিয়ে এনেছিলেন বলে দূরদর্শনের ১৪ই অগাস্টের ওই অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন লেখক রাজেন্দ্র রাজন।

তার কথায়, সুভাষ চন্দ্রের মনে হয় যে শুভ সুখ চৈন গানটির মুখরাটা পরিবর্তন করা দরকার। যেন ঠিক আবেগটা জাগাতে পারছে না। একটা বৈঠকে, তারিখটা ছিল পয়লা এপ্রিল, ১৯৪৪, শনিবার, সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় যে 'জন গণ মন'ই মুখরা থাকবে। এই তথ্য আজাদ হিন্দ গেজেটেও উল্লেখিত আছে।

কে এই রাম সিং ঠাকুরি?

দূরদর্শনের ১৪ই অগাস্টের অনুষ্ঠানে যে লেখক রাজেন্দ্র রাজন হাজির হয়েছিলেন, তিনি রাম সিং ঠাকুরির সম্বন্ধে একটি বই লেখেন দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে। সেই বইটি ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়।

রাম সিং ঠাকুরির জন্ম হিমাচল প্রদেশে হলেও তিনি জাতিতে ছিলেন গোর্খা। খুব কম বয়সে তিনি গোর্খা রেজিমেন্টের ব্যান্ডের সদস্য হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি মালয়-থাইল্যান্ড সীমান্ত অঞ্চলে মোতায়েন ছিলেন।

জাপানী সেনাবাহিনী ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশ বাহিনীকে পিছু হঠতে বাধ্য করে এবং প্রায় দুশো ব্রিটিশ সেনা সদস্যকে যুদ্ধ বন্দী করে নেয়, যাদের মধ্যে মি. ঠাকুরিও ছিলেন।

এরপরে জাপান যখন যুদ্ধবন্দী ভারতীয়দের আজাদ হিন্দ বাহিনীর হাতে তুলে দেয়, সেই সূত্রেই মি. ঠাকুরি যোগ দেন সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে এবং বাহিনীর সংগীত পরিচালক হয়ে ওঠেন।

মি. ঠাকুরিকে দার্জিলিংয়ে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয় সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষের এক অনুষ্ঠানে, ১৯৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারিতে।

রেডিফ.কম সংবাদ পোর্টালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী কলকাতার একটি সংবাদপত্রে সেই সময়ে দার্জিলিং পাহাড়ের প্রশাসন চালাতো যে গোর্খা হিল কাউন্সিল, তারা সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের একটি বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করে রাম সিং ঠাকুরিই 'সেই গোর্খা, যিনি জাতীয় সংগীতের সুর দিয়েছিলেন'।

এনিয়ে সেই সময়ে বেশ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। জাতীয় সংগীতের সুরকার রাম সিং ঠাকুরি, এই দাবীর প্রেক্ষিতে বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুবিনয় রায় সংবাদমাধ্যমে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা নিয়ে মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছিল দার্জিলিংয়ের আদালতে।

কলকাতার দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকার ১২ই মে, ২০০৩ সালের একটি প্রতিবেদনে সেই মামলার খবর ছাপা হয়েছিল। সেখানেই মামলাটির প্রেক্ষাপট হিসাবে লেখা হয় যে ১৯৯৭ সালের ১৬ই এপ্রিল অল গোর্খা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (যেটি সেই সময়ে দার্জিলিং পাহাড় প্রশাসনের ক্ষমতায় থাকা জিএনএলএফের ছাত্র সংগঠন) সুবিনয় রায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করে।

ওই প্রতিবেদনেই লেখা হয়েছে যে ১৯৯৭ সালে অল গোর্খা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের আমন্ত্রণেই দার্জিলিং-এ এসে মি. ঠাকুরি দাবী করেছিলেন যে 'শুভ সুখ চৈন' গানটির সুর তার করা।

পরবর্তীকালে রেডিফ.কম পোর্টালের সাংবাদিক শরৎ প্রধানকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মি. ঠাকুরি দাবী করেন যে রবীন্দ্রনাথের মূল বাংলাটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বেছে নেওয়া হলেও সিঙ্গাপুরে আমি যে সুরটি দিয়েছিলাম, সেটিকে জাতীয় সঙ্গীতের জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করা হয়। মি. রাম সিং ঠাকুরির সঙ্গে আলাপচারিতা ও দীর্ঘ গবেষণার পরে লেখক রাজেন্দ্র রাজন একটি বই প্রকাশ করেন।

কক্সবাজার রেললাইন ঃ ১৮ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প জলেতে ডুবলো কেন?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে জনপ্রিয় পর্যটন শহর কক্সবাজার পর্যন্ত নির্মাণাধীন রেলপথ নিয়ে চলছে আলোচনা সমালোচনা। রেলপথে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাবার আশায় অপেক্ষায় থাকা অনেকেই নতুন রেললাইনের ভগ্নদশা দেখে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের এ মেগা প্রকল্প কতটা জলবায়ুর বান্ধব, টেকসই আর পরিকল্পিত হচ্ছে তা নিয়েও। অগাস্ট মাসের শুরুতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে রেকর্ড বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড়ি ঢলে রেললাইনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখা যায়, রেললাইনটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাতকানিয়ার তেমুহনী এলাকায় আধা কিলোমিটার জুড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশে রেললাইন উঁচু-নিচু হয়ে আছে। স্লিপারের মাঝে পাথর সরে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত। সংস্কার ছাড়া এ পথে রেল চলাচল শুরু করা একেবারেই অসম্ভব। চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত যাবার পথে নতুন রেললাইনের এ ক্ষতিকে নগন্য হিসেবে দেখছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। বলা হচ্ছে, রেলপথের এই ক্ষতি মেরামতে দু'সপ্তাহ কাজ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকের দাবি করছেন পরিকল্পনা অনুযায়ী অক্টোবর মাসেই এর উদ্বোধন এবং ট্রেন চলাচল শুরু করা হবে। যে ক্ষতি হয়েছে এটা যদি আমাদের চালু কোনো রেললাইন হতো তাহলে আমরা একদিনে ঠিক করে ফেলতে পারতাম। আমার যে ক্ষতিটা হয়েছে এই ক্ষতির পরিমাণ তো খুব বেশি না। নগন্য এ ক্ষতির পরিমাণ। আমার পুরো প্রজেক্টের যে ব্যয় ওই তুলনায় ক্ষতি তো এক-দেড় কোটি টাকা। এটা সামান্য। একটা নরমাল মেইনটেনেন্সে আমাদের লাগে। এ ধরনের ক্ষতি আমাদের যেগুলো চলমান রেলওয়ে আছে এগুলোতেও বন্যা হলে হয়, বলেন প্রকল্প পরিচালক। রেললাইনের ক্ষতিকে সামান্য দাবি করা হলেও এটিকে মোটেও খাটো করে দেখতে চান না বিশেষজ্ঞরা। এবারের অভিজ্ঞতা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইনটি সংস্কার বা মেরামতের স্থায়ী সমাধানে নজর দেয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। ড. আইনুন নিশাত বলেন, যেটা ঘটে গেছে সেটা কেন ঘটেছে সেটা হিসাব-নিকাশ করা হোক। জাতীয় কমিটি হওয়া উচিত একটা। আমাদের দেশের কালচার হচ্ছে ভেঙেছে ওইটাকেই আবার পুনর্নির্মাণ করা। কেন ভেঙ্গেছে এই কারণটা খুঁজে বের করে ভবিষ্যতে যাতে এই ভুলের মধ্যে না পড়ি সেটা ঠিক করতে হবে। এখন কীভাবে সমস্যার সমাধান হবে এ প্রশ্নে প্রকল্প পরিচালক বলেন, সমাধান তো অনেকগুলোই আছে। কিন্তু এর আগে তো এখানে এ রকম বৃষ্টিপাত হয়নি। বিশেষজ্ঞরা যে মতামত দেয় সে মতামত আমরা সাদরে গ্রহণ করবো। চট্টগ্রামের দোহাজারি থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত নির্মাণাধীন রেললাইনের দৈর্ঘ্য ১০২ কিলোমিটার। এ প্রকল্পটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে আঠারো হাজার কোটি টাকারও বেশি। এ অবকাঠামো বর্তমান সরকারের একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। আগামী অক্টোবর মাসে উদ্বোধনের পর রেল চলাচল শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। নির্মাণ শেষ হবার আগেই জলেতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ট্রেন চলাচল শুরু হবে কী না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করেন, নতুন এই রেললাইনে যে বাঁধ দেয়া হয়েছে সেখান থেকে পাহাড়ি ঢলের জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ করা হয়নি। রেললাইনের সাথে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তরা বলছেন, সেখানে আরো বেশি কালভার্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। যেগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো আরো প্রশস্ত করে বানানোর প্রয়োজন ছিল বলেও মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় একজন কৃষক আবুল কালাম রেললাইনের সঙ্গে সমান্তরাল সড়ক বিভাগের রাস্তা দেখিয়ে বলেন, একই দূরত্বে সড়কের চেয়ে রেললাইনে কম কালভার্ট দেয়া হয়েছে। যেগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলোর রাস্তার চেয়ে কম প্রশস্ত। রাস্তার যে দূরত্বে চারটি বড় কালভার্ট দেখা যায়, তার বিপরীতে একই দূরত্বে রেলপথে দুটি কালভার্ট চোখে পড়ে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নকশা ও পরিকল্পনায় স্থানীয় জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও মতামতকে যথাযথ বিবেচনা করা হয়নি। এমনটাই মনে করেন নাগরিক সংগঠন পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ফোরামের সহ-সভাপতি এবং প্রকৌশলী সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া।